নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। মহারাজের নর্ত্তকীদিগের মন্দিরে যাইবার সময় উপস্থিত হইল। তিনি শয়নপ্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেলেন। আমি আমার গবাক্ষ দ্বারে মুখ বাহির করিয়া উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু এবার দেখিলাম যে, যোগিরাজ একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আমার একজন দাসীর সঙ্গে কথা বলিতেছেন। যোগিরাজের দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল পরে সেই দাসী যোগিরাজের নিকট হইতে গৃহাভিমুখে চলিয়া আসিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সে আমার নিকট আসিয়া যোগিরাজের স্বহস্ত লিখিত একখানি পত্র প্রদান করিল। এই পত্রে অধিক কিছু লিখিত ছিল না। তাহাতে শুদ্ধ কেবল এই কয়েকটা কথা ছিল—

"তুমি কি অবস্থায় কালযাপন করিতেছ, তাহাই তোমার পিতা জানিতে চাহেন। যদি রাজগৃহে রাজরাণী হইয়া আপনাকে সুখী মনে কর তবে তোমার পিতাও সুখী হইবেন এবং তোমার বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়া এখন গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটন করিবেন। আর রাজগৃহ যদি তোমার কারাগার বলিয়া বোধ হয়, যদি এখানে থাকিতে বিশেষ মনোকষ্ট হয় তবে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তোমাকে আমরা এই গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইব। এই পত্রের উত্তর এখনই আমার নিকট পাঠাইবে।"

"আমি এই পত্র খানি পাইয়া যে কি উত্তর লিখিব, তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। দাসী পত্রের প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। আমি তখন অধিক কিছু লিখিতে না পারিয়া, কেবল এই মাত্র লিখিলাম—"আমি ভাল আছি। বিশেষ কোন কষ্ট নাই। বাবাকে দেখিবার জন্য মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বাবাকে সত্বর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন।"

যোগিরাজ এই প্রত্যুত্তর পাইয়া, আবার সেই দাসীরদ্বারা আমাকে লিখিয়া পাঠাইলে। "তুমি সুখে আছ তাহা শুনিয়াই তোমার পিতা সুখী হইবেন। তাঁহার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই। তিনি কখনও ঝান্সীর রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করিবেন না। তিনি অবিলম্বেই ঝান্সী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইবেন। আমিও তোমার নিকট হইতে এ জন্মের মত বিদায় হইলাম।"

"পিতার সঙ্গে এজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না, এই কথাটী পাঠ করিবামাত্র আমার শিরে একেবারে বজ্রাঘাত হইল। শোকে আমি অচৈতন্য হইয়া শয্যোপরি পড়িয়া রহিলাম। যোগিরাজের পত্রখানি আমার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, আমার পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ আমি যে, অচৈতন্যাবস্থায় ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। মহারাজ শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া আমাকে অচৈতন্যাবস্থায় দেখিয়া আমাকে জাগ্রত করিলেন। যোগিরাজের পত্র আমার পার্শ্বে পড়িয়াছিল। আমি চৈতন্যলাভ করিয়া মহারাজের হস্তে সে পত্র দুইখানি দেখিতে পাইলাম।"

"মহারাজ সেই পত্র দুইখানি পাঠকরিয়াই আমার উপর অত্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কে তোমাকে এই পত্র এখানে আনিয়া দিয়াছে তাহা বলিতে হইবে। তাহা না হইলে এখনই তোমার শিরশ্ছেদন করিব।"

"আমার মনে হইল পত্রবাহিকা দাসীর নাম বলিলে এখনই মহারাজ তাহার প্রাণ বিনাশ করিবেন। সুতরাং আমি আত্মসংযম পূর্ব্বক বিশেষ সাহস সহকারে বলিলাম "আমি এই পত্রবাহকের নাম তোমার নিকট প্রকাশ করিব না, ইচ্ছা হয় তুমি আমার শিরশ্ছেদন কর।"

"আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজকে কখনও 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করি নাই। এই ঘটনা উপলক্ষেই প্রথম তাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলাম।"

"মহারাজ কিছুকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই গৃহের মধ্যে কাল সাপ আনিয়াছি, এ বুড়ো বাঁদর মেয়ের জন্য আমার স্বর্ণলঙ্কা নিশ্চয়ই ছারখার হইবে।"

"বুড়ো বাঁদর" এই শব্দ মহারাজের মুখহইতে নির্গত হইবামাত্র আমার মনে হইল যে, তিনি নিশ্চয়ই আমার পিতাকে বুড়ো বাঁদর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং কোপানলে তখন আমার সর্ব্বশরীর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। আমি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "নরাধম পিশাচ! আমার পিতাকে ঈদৃশ অবজ্ঞাসূচক কথা বলিলে এই তরবারের দ্বারা আমিই তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" মহারাজ নিতান্ত কাপুরুষ ছিলেন। কামাসক্ত পুরুষদিগকে প্রায়ই কাপুরুষ এবং নির্দ্দয় দেখা যায়। তুমি মহারাষ্ট্রীয় জাতি বলিয়া যখন বৃথা আস্ফালন কর, তখন আর আমি হাসি সম্বরণ করিতে পারি না। মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে আর বীরত্ব কোথায়? মহারাজ এতদুর কাপুরুষ ছিলেন যে, আমার তীব্রবাক্য তাঁহাকে ভীত করিল। তিনি তিরস্কৃত হইবামাত্র আমার

পদানত হইয়া পড়িলেন। আমার পা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমি তোমার স্বামী। আমার প্রাণ এবং আমার রাজ্য নষ্ট করিলে তুমি কি সুখী হইবে?”

“তখন আবার মহারাজের প্রতি আমার একটু দয়ার সঞ্চার হইল। আমি বলিলাম,—‘কে তোমার রাজ্য এবং প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে?”

“মহারাজ আবার বলিলেন, ‘এত অল্পবয়সে এত কপটাচরণ শিখিয়াছ? তুমি আর কিছু জান না? তোমার বাপ পলিটীক্যাল এজেণ্টের নিকট আমার বিরুদ্ধে কত মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ সন্ন্যাসীটা একজন ভয়ানক ধূর্ত্ত। ও ইংরাজি জানে।”

“আমি বলিলাম যোগিরাজ যে ইংরাজি ভাষা জানেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু বাবা যে পলিটীক্যাল এজেণ্টের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ত আমি কিছুই শুনি নাই।”

“মহারাজ বলিলেন—“তুমি পত্রাপত্রী চালাইতেছ, আর তুমি কিছু জান না। স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলে যে অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা এখন বিলক্ষণ বুঝিলাম। কি অশুভক্ষণে তোকে ঘরে আনিয়াছিলাম—তোর জন্য আমার রাজ্যও গেল—প্রাণও গেল।”

“আমি মহারাজের এই সকল কথার কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারিলাম না। মহারাজ আমার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আবার তাঁহার এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার কোপানল ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। আবার কোপ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার সেই কোপদৃষ্টি আবার তাঁহাকে ভীত করিল। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। আবার তিনি আমার পদতলে পড়িয়া বলিলেন—“তোমাকে আমি প্রধান রাণী করিব। লক্ষীবাইর যত গহনা আছে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর গহনা তোমাকে দিব। তুমি ত লিখিতে জান। তোমার পিতার নিকট লেখ যে, তুমি এখানে পরম সুখে আছ। নিজে ইচ্ছা করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছ।”

“মহারাজের এই সকল কথা শুনিয়া আমার মনে নানা সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। তখন আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল;যে, আমার বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহারাজকে বলিলাম, “আমার পিতা এখন কোথায় আছেন এবং তোমার

বিরুদ্ধে তিনি কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সমুদয় আমার নিকট না বলিলে আমি পত্র লিখিব না।"

"মহারাজ আমার কথা শুনিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন "আবার কপটাচরণ? আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছ। তোমার পিতার বিষয় তুমি কিছু জান না? আচ্ছা, পরে টের পাবে, তোমার পিতাকে জেলে থাকিতে হইবে।"

"আমার পিতাকে জেলে থাকিতে হইবে" এই কথা শুনিবামাত্র আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। হা পরমেশ্বর! আমার পিতার অদৃষ্টে এই ছিল! এই বলিয়াই আমি আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। কিছুকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম যে, আমি মহারাজের ক্রোড়ের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি। তখন মহারাজের স্পর্শ আমার নিকট যারপর নাই অপবিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অত্যন্ত নীচ জাতীয় পশ্বাচারী লোক শরীর স্পর্শকরিলে যদ্রূপ অশুচি বোধ হয়, আমার ঠিক সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমি তাঁহার ক্রোড়হইতে উঠিয়া একটু দূরে যাইয়া বসিলাম। তিনি আবার আদরকরিয়া আমাকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। আমি সক্রোধে বলিলাম, "আর কখনও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমার পিতাকেই যদি কারাগারে যাইতে হয়, তবে তাঁহার কারাগারে প্রবেশের পূর্ব্বেই আমি আত্মহত্যা করিব।"

"আমি আত্মহত্যা করিব, এই কথা শুনিয়া মহারাজ ভীত হইলেন। তিনি তখন আমার হাত ধরিয়া অনেক বুঝাইতে লাগিলেন এবং আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন—'না তোমার পিতাকে কখনও কারাগারে যাইতে হইবে না।' আমি তখন বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে বলিলাম—আমার পিতা এখন কোথায়, কি অবস্থায় আছেন এবং আমার বিবাহ উপলক্ষে যে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি সমুদয় আমার নিকট ব্যক্ত না করিলে, আমি এখনই আত্মহত্যা করিব।"

মহারাজ ঈষৎ হাস্যকরিয়া বলিলেন, "বাপের উপযুক্ত কন্যা। তুমি যেন সে সকল বিষয় কিছু জান না। অন্তঃপুরের মধ্যে থাকিয়া তুমি পত্রাপত্রি চালাইতেছ।"

"আমি তখন আবার মহারাজকে বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে বলিলাম "আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমি সে সকল বিষয় কিছুই জানি না। এই অপরাহ্নে কেবল যোগিরাজ একটী স্ত্রীলোক দ্বারা এই দুই খানি পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।"

"মহারাজ বলিলেন—"সে স্ত্রীলোকটা কে ? তাহার নাম কি ?

আমি বলিলাম তাহার নাম আমি বলিব না। তাহার নাম বলিলে তুমি এখনই তাহাকে দণ্ড প্রদান করিবে।"

আমার কথা শুনিয়া মহারাজ নির্ব্বাক রহিলেন। আর কোন কথা বলিলেন না। আমিও এই সময় হইতে অত্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। ইহার পর মহারাজকে স্পর্শ করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হইত। সুতরাং আমি আর কখনও তাঁহার শয্যাভাগিনী হই নাই। এদিকে তিনিও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার রোগ বৃদ্ধিহইতে লাগিল। রুগ্নাবস্থায় তুমিই সর্ব্বদা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছ। আর আমার সঙ্গে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত না।"

গঙ্গাবাই এইপর্য্যন্ত বলিবামাত্র লক্ষ্মীবাই তাঁহার কথায় বাধাদিয়া বলিলেন —"মহারাজ রুগ্নশয্যায় সর্ব্বদাই অনেক অসংলগ্ন কথা বলিয়া উঠিতেন। তাঁহার রোগের প্রকৃত কারণ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম।"

গঙ্গাবাই আবার বলিতে লাগিলেন—"প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত মহারাজ রুগ্নশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমি আমার পিতার আর কোন সংবাদ পাইলাম না। এই সময় আমি অহর্নিশ কেবল ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতাম।

"কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যোগিরাজ আবার ঝান্সীতে আসিলেন। তোমার পিতার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইল। তখন তিনি সময় সময় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। ঝান্সী ইংরাজদিগের হস্তগত না হয় তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাকরিতে লাগিলেন। এই সময় আমি একদিন গোপনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার পত্র প্রাপ্তির পর মহারাজের সঙ্গে আমার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তৎসমুদয় তাঁহার নিকট বলিলাম। আমার সমুদয় কথা শ্রবণান্তর তিনি আমার বিবাহ সম্বন্ধীয় সমুদয় গোলযোগ আমার নিকট বলিলেন।"

লক্ষ্মীবাই আবার গঙ্গাবাইর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমার বিবাহ উপলক্ষে কি গোলযোগ হইয়াছিল ?"

"আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, আমার পিতার অজ্ঞাতে আমার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অর্থলোভে মহারাজের নিকট আমাকে আনিয়া দিলেন। পিতা এবং যোগিরাজ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এই বিষয় শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ ইংরাজ-

রেসিডেন্টের নিকট আসিয়া মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রেসিডেন্ট গোপনে গোপনে তদন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে আমার পিতা পলিটীক্যাল এজেন্টকেও এবিষয় অবগত করিলেন। তদন্তের পর পলিটীক্যাল এজেন্ট এবং রেসিডেন্ট উভয়েই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন কন্যার ভ্রাতা স্বয়ং রাজ বাড়ীতে আসিয়া রাজার নিকট তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ দিয়াছেন; সুতরাং ইংরাজগবর্ণমেণ্ট এই অবস্থায় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এদিকে এই বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ হইলেই, মহারাজ বিবিধ দুশ্চিন্তানিবন্ধন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ এই তদন্তের সময় যোগিরাজ সময় সময় রাজার দরবারে আসিয়া রাজাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ আমার বিবাহ যে রাজার অকালমৃত্যুর একমাত্র কারণ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই।''

লক্ষ্মীবাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"পলিটীক্যালএজেন্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলে পর, তোমার পিতা কি করিলেন?''

"আমার পিতা পলিটীক্যালএজেন্টের উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমরা আমার কন্যাকে রাজ অন্তঃপুর হইতে উদ্ধার করিয়া না দিলে,আমি নিশ্চয়ই সৈন্যসংগ্রহকরিয়া ঝান্সীর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিব।"

"পলিটীক্যাল এজেন্ট এই কথা শুনিয়া বাবাকে ধমকাইয়া বলিলেন—"ঝান্সীর অধিপতি ইংরাজগবর্ণমেণ্টের রক্ষিত রাজা। ঝান্সীতে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা রাজার সাহায্য করিবেন। আর তোমার প্রতি ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন।"

"বাবা তখন ইংরাজগবর্ণমেণ্টের প্রতিও বিশেষ কোপাবিষ্ট হইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জননীকে বিশেষ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বাবা এ জীবনে আপন জননীর প্রতি কখনও কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু সেই দিন ক্রোধসম্বরণে অসমর্থ হইয়া জননীকে বলিলেন—"সর্ব্বনাশী—পাপীয়সী—তুই মা হইয়া আমাকে এত কষ্ট প্রদান করিয়াছিস্—ইহার প্রতিফল তোকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে।'' এই বলিয়া তিনি তাঁহার সঞ্চিত যে দুই কি এক হাজার টাকা ছিল, তাহা বাক্স সহ তাঁহার জননীর দিকে নিক্ষেপ করিয়া, বলিলেন—তুই জননী—দশমাস আমাকে গর্ভে ধারণকরিয়াছিস। শত অপরাধী হইলেও তোকে ভরণ পোষণ করা আমার কর্ত্তব্য। আমার যে কিছু অর্থসম্পত্তি ছিল তাহা তোকে দিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমি গৃহ পরিত্যাগ করিতেছি। আর

জন্মভূমিতে কখনও পদার্পণ করিব না এবং তোর মুখও আর কখনও দর্শন করিব না।”—

“পিতা এইরূপে গৃহত্যাগকরিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার জননী বলিতে লাগিলেন—“বাপু, রাজার ঘরে আমি মেয়ে দিয়াছি। রাণী হইয়া পরম সুখে থাকিবে। কেন তোমার এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইল বুঝিতে পারি না।” কিন্তু বাবা আর তাঁহার জননীর কথার প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক দেশবিদেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা এবং পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যোগিরাজ কিছুকাল বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ইহা-দিগের পরস্পরের অত্যন্ত মতভেদ উপস্থিত হইল। বাবা ইংরাজগবর্ণমেণ্টের উপরও বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন ; সুতরাং দেশের মধ্যে ঘোর রাজবিপ্লব যাহাতে উপস্থিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যোগিরাজ বাবাকে সে পথ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিলেন। বাবা কিছুতেই যোগিরাজের কথা শ্রবণ করিলেন না ; অবশেষে যোগিরাজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঝান্সীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার ঝান্সী প্রত্যাবর্ত্তনের দুই এক দিন পূর্ব্বেই মহারাজের মৃত্যু হইল। ইংরাজেরা তখন ঝান্সী তাহাদিগের রাজ্য-ভুক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। যোগিরাজ তোমার পিতার সঙ্গে একত্র হইয়া, যাহাতে ঝান্সী ইংরাজরাজ্যভুক্ত না হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

“আমার বিবাহের পর, আমার পিতা এবং যোগিরাজ উভয়েই ইংরাজ-দিগের দ্বারা মহারাজকে রাজ্যভ্রষ্ট করাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পর ঝান্সীর রাজপদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তোমাকে সিংহাসনারূঢ় করাইবার জন্য যোগিরাজ বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন।”

গঙ্গাবাইর কথা সমাপ্ত হইবামাত্র লক্ষ্মীবাই বলিলেন, “বাবা! তোমার বিবাহ উপলক্ষে যে এত গোলমাল হইয়া গিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানিতাম না।”

গঙ্গাবাই বলিলেন, “তোমার এই সকল বিষয় জানিবার ত সম্ভব ছিল না। মহারাজের নিকটেই তোমার এই সকল কথা শুনিবার সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি কি তাঁহার মনের সকল কথা তোমার নিকট বলিতেন? তুমি কতদূর প্রখরা, বুদ্ধিমতী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, তাহা কি তাঁহার বুঝিবার সাধ্য ছিল? আমা-দের দেশীয় রাজগণ কামাসক্ত পশু। তাহারা কি স্ত্রীকে ভাল বাসিতে জানে?

"তুমি কি বলিতেছ, রাজারা স্ত্রীকে ভালবাসেন না? মহারাজ ত আমাকে ভালবাসিতেন। আর আমিও তাঁহার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতাম না। তাঁহার সুখে বাধা দিব না বলিয়াই আমি সন্তোষ চিত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম। আমি তখন আরও মনে করিলাম যে, আমি বন্ধ্যা, আমার গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মিল না; দারান্তর গ্রহণ করিয়া যদি মহারাজ পুত্রলাভ করিতে পারেন, তবে আমার স্বামীর পিতৃকুল বজায় থাকিবে। কিন্তু মহারাজ কিজন্য যে এই সকল কথা আমার নিকট তখন ব্যক্ত করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি না।"

"তুমি কি মনে কর মহারাজ তোমাকে ভালবাসিতেন?"

"খুব ভালবাসিতেন—ভালবাসিতেন না?"

"তুমিও তাঁহাকে ভালবাসিতে?"

"তাঁহাকে আমি ভালবাসিতাম না?—স্বামী পরমগুরু, তাঁহার জন্য আমি প্রাণবিসর্জ্জন করিব, এ একটা অধিক কথা কি?"

"ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা তুমি জান না,—আর তোমার মহারাজের ত জানিবার সম্ভবই ছিল না। মহারাজ যদি তোমাকেই ভালবাসিতেন, তবে আবার বিবাহ করিলেন কেন?"

"পুরুষেরা ত দুই তিনটা বিবাহ করিয়াই থাকেন। তাহাতে কি আর তাঁহারা পূর্ব্বস্ত্রীকে ভালবাসেন না।"

লক্ষ্মীবাইর কথা শুনিয়া গঙ্গাবাই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার আত্মপ্রতারিত অবস্থায় থাকাই ভাল। যোগিরাজ ঠিক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞানতা সুখ দুঃখানুভবে মানুষকে অসমর্থকরে, সুতরাং অজ্ঞানতাই এক প্রকার সুখের কারণ। পক্ষান্তরে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে মানুষকে এ সংসারে কেবল কষ্ট ভোগকরিতে হয়।

গঙ্গাবাই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে লক্ষ্মীবাই তাঁহার স্কন্ধে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন "কি ভাবিতেছ?—মহারাজ তোমাকেও অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তবে তোমার পিতা একেবারে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চক্রান্ত করিতেছিলেন,তাহাতেই একটু তাঁহার উপর কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন।" গঙ্গাবাই লক্ষ্মীবাইর কথা শুনিয়া কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। লক্ষ্মীবাই আবার বলিলেন—

"তুমি কি মনে কর মহারাজ তোমাকে ভালবাসিতেন না ?"

গঙ্গাবাই ঈষৎ হাস্যকরিয়া বলিলেন—"একটা গৃহপালিত কুকুর কিম্বা বিড়ালকে লোকে যেরূপ ভালবাসে, সেই প্রকার ভালবাসিতেন।"

"এ কথা আমি স্বীকার করি না। মহারাজ তোমাকে ভাল না বাসিলে কি আর সর্ব্বদা তোমার সংসর্গে কালযাপন করিতেন ?"

"ভালবাসার কথা বারম্বার তুলিতেছ কেন ? আমি ত তোমাকে এইমাত্র বলিয়াছি যে, ভালবাসা কি, তাহা তুমিও জানন, আর তোমার মহারাজ ত একেবারেই জানিতেন না।"

"তবে ভালবাসা কি আমাকে একবার শিখাইয়া দিবে ? তুমি ত সর্ব্বদাই কত পাজি পুঁথি পড়িতেছ। আমাদের অন্তপুরের মধ্যে তুমি অধ্যাপক হইয়া একটা ভালবাসার টোল সংস্থাপনকর। আমরা সকলে তোমার টোলে ভালবাসা শিখিতে আরম্ভ করি।"

বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই অশিক্ষিতা রমণী হইলেও তিনি কাহারও মুখে কোন একটী বিষয় শুনিলেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। এইটী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। এই গুণটী ছিল বলিয়াই তিনি শাসনপ্রণালী এবং রণকৌশল-সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন-সম্বন্ধীয় কোন কথা স্বামীর মুখে কিম্বা কর্ম্মচারীদিগের মুখে শুনিলেই তিনি সেই বিষয় নিজে নিজে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতেন, পরে সে বিষয় সম্বন্ধে স্বামীকে কিম্বা কর্ম্মচারীদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। সিন্ধিয়ার সঙ্গে লর্ড লেকের যুদ্ধের গল্প, পিণ্ডারীযুদ্ধের কথা, বাল্যকালে পিতার মুখে শুনিয়াছিলেন। সেই সকল যুদ্ধের পক্ষাপক্ষের রণকৌশলসম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা এবং চিন্তা করিতেন ; অন্যান্য যুদ্ধের রণকৌশলের সঙ্গে এই সকল যুদ্ধের রণকৌশলের তারতম্য করিতেন। ইহাতেই রণকৌশল সম্বন্ধেও তিনি সময় সময় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট প্রণালী নিজে নিজেই আবিষ্কার করিতে পারিতেন। আজ সপত্নীর মুখে ভালবাসার কথা শুনিয়া প্রথমে একটু পরিহাস করিলেন। কিন্তু একটি নূতন বিষয় শুনিলেই তাঁহার চিন্তাশীল জ্ঞানবুভুক্ষু এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিত না।

সংসারের অধিকাংশ লোকই, জ্ঞানাভিমানী, জ্ঞানপিপাসু নহে। এ সংসারে জ্ঞানপিপাসুদিগের সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত বঙ্গীয় যুবকগণকে প্রায়ই জ্ঞানাভিমানী দেখা যায়। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর

মনে করেন যে বিশ্বসংসারে এমন বিষয়, এমন শাস্ত্র নাই—যাহা ইহাদিগের অবিদিত রহিয়াছে। ইহাদিগের এই জ্ঞানাভিমানই মানসিক অরুচি এবং মানসিক জড়তা উৎপাদন করিয়া মনের জ্ঞানপিপাসা বিনাশ করে। ইহারা কাহারও নিকট নূতন একটী ধর্ম্মের কথা, শাস্ত্রের কথা শুনিলেই আত্মাভিমান-নিবন্ধন তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আত্মাভিমানশূন্য প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু লোক কোন নূতন বিষয় শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পরিহাসের ভাব লক্ষ্মীবাইর মুখের স্থায়ি ভাব নহে। তাঁহার মুখকমল সর্ব্বদাই গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার মুখখানি দেখিলেই তাঁহাকে চিন্তাশীলা বলিয়া বোধ হইত। "ভালবাসা কি তাহা তুমি জান না" এই কথাটী যখন বারম্বারই গঙ্গাবাই তাঁহাকে বলিলেন, তখন প্রথমতঃ তিনি তাঁহাকে একটু উপহাস করিয়া বলিলেন, তুমি ভালবাসা কি তাহা শিখাইবার জন্য একটা বিদ্যালয় সংস্থাপন কর, আমরা সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিব।" কিন্তু তিনি জানিতেন যে, গঙ্গাবাই অনেকানেক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন। গঙ্গাবাই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং প্রখরা, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আবার পরিহাসের ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশেষ গাম্ভীর্য্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা যাহাকে ভালবাসা বলিয়া জানি, তাহা যদি প্রকৃত ভালবাসা না হয় তবে প্রকৃত ভালবাসা কি ?"

গঙ্গাবাইর এই সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ তিনি মনে করিলেন যে, লক্ষ্মীবাই তাঁহার সকল কথা বুঝিতেও পারিবেন না ; সুতরাং তিনি এতদ্‌সম্বন্ধীয় কথোপকথন পরিহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীবাই একটা নূতন কথা শুনিলে তাহার কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি গঙ্গাবাইর মুখখানি ধরিয়া বলিলেন,—যোগিনি, আমরা ভালবাসা কি তাহা জানি না ; আজ ভালবাসা কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। তোমার পাঁজি পুঁথি একবার খুলে বল দেখি, ভালবাসা কি ?"

গঙ্গাবাই দেখিলেন যে, লক্ষ্মীবাই কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িলেন না। সুতরাং তিনি সপত্নীর অনুরোধে বলিতে লাগিলেন,—

"ভালবাসা যে কি স্বর্গীয় পদার্থ, তাহা পূর্ব্বে আমিও বুঝিতে পারিতাম না। পিতার নিকট যে কত শত পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতেও এই

বিষয়ে আমার দৃষ্টি পড়ে নাই। মহারাজের মৃত্যুর পর যোগিরাজের কয়েকটী কথা শুনিয়াই যেন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। আসল কথা—আমরা যদি সর্ব্বদা আপনার মন পরীক্ষা করি, তবেই নিজের দোষ, নিজের অভাব বিশেষরূপে বুঝিতে পারি। যোগিরাজ সর্ব্বদাই বলেন, আত্মানুসন্ধান ভিন্ন লোকের প্রকৃত জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই। সর্ব্বদা আপনার মন পরীক্ষাকেই আত্মানুসন্ধান বলে—তুমি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বদা আপন মন পরীক্ষা কর, তবে দেখিতে পাইবে মহারাজকে তুমি ভালবাসিতে না। কর্ত্তব্যপালনের প্রতি তোমার একটা প্রগাঢ় যত্ন এবং প্রগাঢ় স্পৃহা রহিয়াছে। সুতরাং যাহা কিছু তুমি কর্ত্তব্য বলিয়া মনেকর, তাহা প্রতিপালনার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হও না। বাল্যকালে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষানুসারে তুমি সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকিবে,—"প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও স্ত্রীকে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা উচিত। স্বামীর সন্তোষার্থ পত্নীকে সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন করিতে হইবে।" এই সকল দেশপ্রচলিত শিক্ষা বাল্যাবস্থা হইতে তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে তুমি মহারাজকে না চিনিলেও বিবাহ হইবামাত্র বাল্যশিক্ষানুসারে তোমার মনে হইয়াছে, ইনি আমার স্বামী, আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও ইঁহাকে সুখী করিতে হইবে। তোমার মনের সেই পূর্ব্ব-সংস্কার, তোমাকে মহারাজের সুখসাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার কষ্টকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যপালনস্পৃহানিবন্ধন তুমি মহারাজের সুখ সাধনার্থ কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারেই বিরত হইতে না। কিন্তু ইহার নাম ভালবাসা নহে। যদি সত্য সত্যই তুমি মহারাজকে ভালবাসিতে, তবে কথনও তাঁহাকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে পারিতে না; কখনও তাঁহাকে দারান্তর গ্রহণ করিতে অনুমতি দিতে পারিতে না, সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্বীয় অন্তর মধ্যে রাখিবার প্রয়াসিনী হইতে; তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেও তোমার মনে কষ্ট হইত। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই হয়, তুমি তাঁহার জন্য পাগল হইতে। মানুষ যাহার জন্য পাগল হয়, তাহাই একমাত্র তাহার ভালবাসার বস্তু। তোমাকে ত মহারাজের জন্য কথনও পাগল হইতে আমি দেখি নাই। তুমি অনায়াসে মহারাজকে আর দুই চারিটা বিবাহ করিতে অনুমতি দিলে। ইহার নাম কি ভালবাসা? ধর্ম্মার্থী লোকেরা তীর্থস্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত বিবিধ কষ্ট সহ্য করেন; কিন্তু তাঁহারা কি সেই তীর্থস্থানটীকে ভালবাসেন? তাঁহাদিগের বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে যে, তীর্থস্থান দর্শন করিলে

ধর্ম্মলাভ হইবে। সেই ধর্ম্মলাভের জন্য তাঁহারা তীর্থস্থান দর্শন করেন; কিন্তু সেই স্থানের প্রতি তাঁহাদিগের কোন ভালবাসা নাই। আমাদের ভদ্রবংশের স্ত্রীলোকদিগেরও দেশ-প্রচলিত শিক্ষানুসারে বাল্যকাল হইতেই এইরূপ বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে যে, স্বামীসেবা ভিন্ন ধর্ম্মলাভ হয় না, কর্ত্তব্যপালন হয় না। সুতরাং ধর্ম্মলাভের জন্য, কর্ত্তব্যপালন জন্য তাঁহারা বিবাহ হইবামাত্র স্বামীর সুখ পরিবর্দ্ধনার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হয়েন না। নহিলে বিবাহের এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাঁহাকে দেখেন নাই, বিবাহ হইবামাত্র কি তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইতে পারে? বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামী স্ত্রী একত্রে বাস করেন এবং উভয়ের সংসারযাত্রা সম্বন্ধে একপ্রকার স্বার্থ হইয়া পড়ে; সুতরাং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটু মমতা হয়। দশদিন একটা পশুকে প্রতিপালন করিলে যদ্রূপ তাহার প্রতি একটু মমতা হয়, সেইপ্রকার স্বামী স্ত্রী ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যেও কতকটা প্রণয়ের ভাব সমুপস্থিত হয়। কিন্তু সেই প্রণয় প্রকৃত ভালবাসায় পরিণত প্রায়ই হয় না। এ সংসারে লক্ষ লক্ষ দম্পতির মধ্যে একটী প্রকৃত প্রেমিক দম্পতি পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ?

গঙ্গাবাই এই পর্য্যন্ত বলিলে পর, লক্ষ্মীবাই তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"কেন? বিবাহের পর পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় হয়। উভয়ই একত্রে বাস করেন, তখন তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার না হইবার ত আমি কোন কারণ দেখি না।"

গঙ্গাবাই বলিলেন,—"বিবাহের পর পরস্পরের ভালবাসা না হইবার অনেক কারণ রহিয়াছে। কামোপভোগদ্বারা কখনও প্রকৃত ভালবাসার সঞ্চার হইতে পারে না। বরং তদ্দ্বারা কেবল পরস্পরের প্রতি ধীরে ধীরে বিরাগ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হয়। কাম প্রেম নহে। কামকে মানুষ প্রেম বলিয়া মনে করে, তাহাতেই এই বিষয়ে লোকের ভ্রম হয়।"

"এ যে এক নূতন কথা তোমার মুখে শুনিতেছি।"

এ সম্বন্ধে আমার সকল কথাই তোমার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ সকল বিষয়ে তুমি কখনও চিন্তা কর নাই; সুতরাং তুমি আমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

লক্ষ্মীবাই কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলে,—"তোমার কথাই যদি সত্য হয়, কামোপভোগ দ্বারা যদি দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধি না হইয়া কেবল হ্রাস হইতে থাকে, তবে সংসারে দাম্পত্যপ্রেম কোন দম্পতির মধ্যেই হইতে পারে না।"

"প্রকৃত প্রেম এসংসারে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একটী লোকেরও আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কামকেই লোকে প্রকৃত প্রেম বলিয়া মনে করে।

"কাম একপ্রকার প্রেম বই কি?"

কাম কখনও প্রেম নহে। কাম শরীরের এক প্রকার বিকার। রুগ্নাবস্থায় রোগীর তেঁতুল খাইতে প্রবল বাসনা হয়। কিন্তু সুস্থ শরীর হইলে তদ্রূপ বাসনা থাকে না। তৃষ্ণার সময়ই জলের আদর হয়। তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলে, আর জলের প্রয়োজন থাকে না। কামাসক্ত পুরুষেরাও সেই প্রকার কামপরবশাবস্থায় নারী-দিগের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সে ভালবাসা যে ক্ষণস্থায়ী, তাহা মহারাজের আচরণ দেখিয়াই বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।

"মহারাজ তবে তোমাকে ভালবাসিতেন না?"

"বিবাহের পর, প্রথম দুই চারি দিন আত্মপ্রতারিত হইয়া আমি মনে করিতাম তিনিও আমাকে ভালবাসেন আমিও তাঁহাকে ভালবাসি। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার প্রতি আমার বিরাগ উপস্থিত হইল। এক মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই, তাঁহার ব্যারাম হইল। তারপর আর তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।"

"তবে তুমি রাজগৃহে আসিয়া কেবল একমাস সধবা ছিলে?"

"আমি তবু একমাস সধবা ছিলাম। কিন্তু তোমাদের এ নরকগৃহে আর কত হতভাগিনী রহিয়াছেন, যাহারা একদিনমাত্র সধবা ছিলেন।

"রাজাদিগের এ বহুবিবাহ আমিও ভাল মনে করি না। তবে রাজার বংশ রক্ষা হইবে,রাজার পিতৃকুলের নাম বজায় থাকিবে,এই জন্যই কেবল তোমাকে বিবাহ করিতে রাজাকে অনুমতি দিয়াছিলাম।"

"ইহাকে বিবাহ বলে না। বিবাহ দুইটী হৃদয়ের পবিত্র সম্মিলন। দেশপ্রচলিত বাল্যবিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া বাবা বলিতেন—"আমাদের দেশে এখন আর বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত নাই। লোকে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাদিগকে বিবাহ দিয়া আপন আপন কন্যাকে দাম্পত্য-সুখ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। দাম্পত্য-সুখ কাহাকে বলে, আমি তখন বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বাবা যাহা বলিয়াছেন তাহা কিছুই মিথ্যা নহে।"

গঙ্গাবাইর এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"অষ্টমবর্ষে বিবাহ হইলে দাম্পত্য-সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? আমারও ত বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর যদি তাঁহারা স্বামীর ঘরে থাকে,

কুপথগামিনী না হইয়া স্বামীতে অনুরক্ত থাকে, তবে ইহাতে কি দোষ হইতে পারে ?"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"এইমাত্র বলিয়াছি, বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য দুইটী হৃদয়ের সম্মিলন ; শরীরের সম্মিলন নহে। কিন্তু হৃদয় সম্মিলনের পূর্ব্বে শরীর-সম্মিলনদ্বারা শুদ্ধ কেবল পরস্পরের মধ্যে বিরাগ উপস্থিত হইতে থাকে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ কিম্বা আমার নিজের বিবাহ—বিবাহ না বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ বলিলেই ভাল হয়—এই বিষয়টী আমার নিকট বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছে।"

"তোমার এই কথাটী আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। শরীরের সম্মিলন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিরাগ উপস্থিত হইবে কেন ? মহারাজের প্রতি ত আমার কখনও বীতানুরাগ উপস্থিত হয় নাই।"

"মহারাজের প্রতি তোমার বিশেষ ঘৃণার ভাব উপস্থিত না হইবার যে কারণ ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছি। বাল্যাবস্থা হইতেই তোমার মনে একটী বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে যে, পতিসেবাই নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তুমি সর্ব্বদাই মহারাজের সেবা শুশ্রূষা এবং মহারাজকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াছ। কিন্তু তোমাদের পরস্পরের হৃদয়ের সম্মিলন কখনও হয় নাই ; আর প্রকৃত দাম্পত্যপ্রেম তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে কখনও ছিল না। তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রেম থাকিলে কিম্বা পরস্পরের হৃদয়ের সম্মিলন হইলে, মহারাজ কখনও দারান্তর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। আর তুমি যদি সত্য সত্যই তাঁহাকে ভালবাসিতে, তবে তোমার হৃদয় হইতে তাঁহাকে কখনও হৃদয়ান্তর করিতে পারিতে না। পতিসেবাই নারীর একমাত্র ধর্ম্ম—এদেশের নারীদিগের মনে এই বদ্ধমূল সংস্কার আছে বলিয়াই, তাঁহারা কখনও কুপথগামিনী হয়েন না। প্রেমশূন্য হৃদয়ে তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে সর্ব্বদা পতির বশীভূত হইয়া জীবন যাপন করেন। কিন্তু বিবাহের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাদিগের জীবনে সংসিদ্ধ হয় না।"

"বিবাহের আর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? স্ত্রীলোকেরা যদি পতির বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা পতিসেবায় রত থাকেন, কুপথগামিনী না হয়েন, তবেই বিবাহের সকল উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইল।"

লক্ষ্মীবাইর এই কথা শুনিয়া গঙ্গাবাই ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোমার মনে বিবাহ সম্বন্ধে যে, এইরূপ সংস্কার হইবে তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। অজ্ঞানতা মানুষকে এ সংসারের অনেক কষ্ট যন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত

রাখে। এ সংসারে লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হওয়াই ভাল। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলেই মানুষের বিবিধ অভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ক্ষুদ্র শিশু একটী পুতুল পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। সে পরম রত্ন পাইয়াছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু বৃদ্ধ পুতুল পাইয়া তদ্রূপ সন্তোষ লাভকরিতে পারে না। আমাদের এই অন্তঃপুরেই আমার ন্যায় হতভাগিনী ত আরও কয়েকজন রহিয়াছেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজরাণী—এই সংস্কার আছে বলিয়া তাঁহারা পরমসুখে গর্ব্বিত মনে কালযাপন করিতেছেন। আমি তোমার অজ্ঞানতা এবং চিরন্তন সংস্কার বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। এ বিষয়ে তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে তুমিও আমার ন্যায় মানসিক কষ্ট ভোগ করিবে। বাল্যাবস্থা হইতে তুমি সাংগ্রামিক কৌশলের বিষয় চিন্তা কর, রাজ্য শাসন প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তাকর, সেই সকল চিন্তায় দিনাতিপাত করিলেই তুমি সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। এখন আর এই বৃদ্ধকালে প্রেমের কথা শুনিয়া কি হইবে?"

গঙ্গাবাইর কথা বলিবার সময় লক্ষীবাইর নিজের অজ্ঞানতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তিনি যে আপন অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী এবং একজন বিচক্ষণা রমণীর কথা শুনিতেছেন, এই ভাব তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল। কিন্তু সেই ভাব তিনি প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিলেন না। তিনি গঙ্গাবাইর বাক্যাবসানে হাসিতে হাসিতে সস্নেহে সপত্নীর মুখখানি ধরিয়া বলিলেন—"আমার প্রেমের কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার কথা কয়েকটী বড় ভাল বোধ হয়। তোমার সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই তোমার মুখে এই সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

গঙ্গাবাই আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একজন দাসী অকস্মাৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিল—"দেওয়ান লক্ষ্মণরাও এইমাত্র কেল্লা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাণীর সঙ্গে কি কথা বলিতে চাহেন।" গঙ্গাবাই তখন স্নানার্থ গেলেন। লক্ষীবাই দেওয়ানখানায় যাইয়া লক্ষ্মণরাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

লক্ষ্মণরাও বলিলেন—"কমিশনার স্কিন সাহেব মহারাণীকে সেলাম প্রদান করিয়াছেন,এবং রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ নূতন সৈন্য নিয়োগের আদেশ করিয়াছেন।"

রাণী লক্ষীবাই লক্ষ্মণরাওকে দুই শত নূতন সৈন্য নিয়োগের আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দুর্গ।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসের শেষভাগ হইতে অন্যূন ছয়মাস পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্যভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসি ইংরাজগণ প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। রাত্রে তাঁহাদিগের কখনও নিদ্রা হইত না। ইংরাজরমণীগণ দিবসের বসন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রে নৈশিক বসন পরিধান করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন পলায়ন করিবার সময় উপস্থিত হইলে বসন পরিবর্ত্তনেরও অবকাশ পাইবেন না।

ঝান্সীতে এই সময় স্ত্রীপুরুষ এবং বালক বালিকা শুদ্ধ ইংরাজ অধিবাসীর সংখ্যা ষাট সত্তর জনের অধিক হইবে না। ইহাদিগের মধ্যে মেজর স্কিন কমিসনারের পদে, কাপ্তান গর্ডন ডিপুটীকমিসনারের পদে এবং কাপ্তেন ডান্‌লপ্‌ সৈনিকবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কমিসনার মেজর স্কিন্‌ সাহেব ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে কখনও শত্রু বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বিগত দুইবৎসর হইতে লক্ষ্মীবাইর সদাচরণ, সদাশয়তা এবং বুদ্ধিমত্তা দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কমিসনার সাহেব একবার মনে মনে স্থির করিলেন যে, ঝান্সীর সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে ইংরাজরমণীদিগের রাজপ্রাসাদে রাণীর রক্ষণাধীনে রাখিয়া দিবেন; আর বিদ্রোহী সিপাহীদিগের আক্রমণহইতে রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ রাণী নূতন সৈন্য নিয়োগের প্রস্তাব করিবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। বস্তুতঃ রাণীর প্রতি ঝান্সীবাসী ইংরাজগণ মধ্যে কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ হয় নাই।

ঝান্সীতে দুইটী দুর্গ ছিল। নগরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ হইতে অনতিদূরস্থিত দুর্গের নাম নগরদুর্গ। আর নগরের বাহিরে ষ্টারদুর্গ নামে দ্বিতীয় একটী দুর্গ ছিল। এই দুই দুর্গেই ইংরাজদিগের সৈন্যগণ অবস্থানকরিত। সৈন্যদিগের মধ্যে দেশীয় লোক আটশত একাশী জন এবং ইংরাজ এগার জন মাত্র ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে মে মাস অতিবাহিত হইল। ঝান্সীর সিপাহীদিগের মধ্যে বিদ্রোহিতার লক্ষণ তখন পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই। ৪ঠা জুন আহারান্তে অপরাহ্নে নগরদুর্গের নিকটস্থিত একখানি গৃহে বসিয়া কমিসনার মেজর স্কিন্‌, ডিপুটীকমিসনার কাপ্তান গর্ডনের সঙ্গে বর্ত্তমান বিদ্রোহসম্বন্ধে কথোপকথন

উপলক্ষে বলিলেন—"গর্ডন, আমি বোধ করি ঝান্সীতে আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও বিপদাশঙ্কা নাই। আমরা এখানে বেশ নিরাপদে আছি।"

"না,—না—স্কিন্, মালখানা হইতে নওগাও সত্বরই টাকা চালান করিতে হইবে। এখানে মালখানায় অধিক টাকা রাখিবার প্রয়োজন নাই।"

"টাকা চালান করিব কেন? তুমি কি মনে কর সিপাহীরা মালখানা লুট করিবে? যদি ধর্ম্মবিনাশের আশঙ্কাই এই বিদ্রোহের মূলকারণ হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে এই স্থানের সিপাহীগণ কখনও বিদ্রোহী হইবে না। ইহাদিগের ধর্ম্মবিনাশ করিবার যে আমাদের ইচ্ছা নাই, তাহা ইহারা বিলক্ষণ জানে।"

"আমার প্রেরিত গুপ্তচরের কথা সত্য হইলে ধর্ম্মবিনাশের আশঙ্কা এ বিদ্রোহের মূল কারণ নহে। এই কল্পিত আশঙ্কার ভাণ করিয়াই চক্রান্তকারিগণ হীনবুদ্ধি সিপাহীদিগকে কুপথে চালাইতেছে। মালখানা লুট করাই ইহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য।"

"তোমার গুপ্তচর কি বলিয়াছে?"

"সে অনেক কথা বলিল। তাহার সকল কথা আমার বিশ্বাস হয় না। সে কহিল যে, তহসিলদার আহম্মদহোসেন এক জন প্রধান চক্রান্তকারী। কিন্তু আমি বরং রাণী লক্ষ্মীবাইকে চক্রান্তকারী বলিয়া মনে করিতে পারি, তত্রাচ আহম্মদহোসেনের ন্যায় বিশ্বস্ত এবং রাজভক্ত কর্ম্মচারিকে কখনও অবিশ্বাস করিতে পারি না। ঝান্সী আমাদের রাজ্যভুক্ত হইলে পর, আহম্মদহোসেন তাঁহার সম্বন্ধী সায়দআহম্মক সর্ব্বদাই আমাদের গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিতেছেন!

"গর্ডন, তুমি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইয়াছ। আহম্মদহোসেনকে তুমি বিশ্বাস কর? আহম্মদহোসেন পূর্ব্বে ঝান্সীর রাজার চাকর ছিল। সে আপন বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ তহসিলদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কৃত-ঘ্নকে কি কখনও বিশ্বাস করা যায়?"

"আহম্মদহোসেন কৃতঘ্ন? এ বিষয় আমি তোমার সঙ্গে একমত হইতে পারি না। আহম্মদহোসেনের সম্বন্ধে তোমার বৃথা কুসংস্কার রহিয়াছে। আহম্মদ হোসেন এবং তাঁহার শ্যালক আহম্মকের ন্যায় রাজভক্ত প্রজা ভারতবর্ষে অতি অল্পই দেখা যায়। সায়দআহম্মক ত আর আমাদিগের বেতনভোগী চাকর কিম্বা আমাদিগের অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন? কিন্তু তিনি তাঁহার দলের মুসল-মানদিগকে রাজভক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা ইংরাজগবর্ণমেণ্টের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রদান করিতেছেন।"

"গর্ডন! তোমার সায়দআহম্মকের ও সকল বক্তৃতা ও উপদেশ কপটাচরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি আহম্মদহোসেন এবং সায়দআহম্মককে এখনও চিনিতে পার নাই। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বৃথা তর্ক করিলে কি হইবে। তোমার গুপ্তচর আর কিছু জানিতে পারিয়াছে?"

"আমার গুপ্তচর বলিল যে, ধর্ম্মবিনাশের আশঙ্কার ভাণ করিয়া হাবিলদার গুরুবক্স এবং রাসেলদার কালেখাঁ সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীগণ তাঁহাদিগের কথা উপহাসকরিয়া উড়াইয়া দিল। এখন তাঁহারা সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সর্ব্বদাই সিপাহীদিগকে বলিতেছে যে, মালখানায় অনেক টাকা আছে। এই সময় মালখানা লুট করিতে পারিলে আর এ জীবনে চাকুরি করিবার আবশ্যক হইবে না। আমি সেই জন্যই মালখানা হইতে অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা নওগাও চালান করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি।"

মেজর স্কিন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"এখন মালখানা হইতে টাকা চালান করিবার উপায় নাই। এই সকল সিপাহীদিগের রক্ষণেই ত টাকা চালান করিতে হইবে? ইহারা টাকা লইয়া পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ এই সময় টাকা চালান করিতে দেখিলেই ইহাদিগের মনে বিবিধ সন্দেহের উদয় হইবে। কিন্তু শুদ্ধ যদি কেবল মালখানা লুণ্ঠন করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তবে আর আমাদিগের প্রাণের আশঙ্কা নাই। ইহারা মালখানা লুট করিয়াই পলায়ন করিবে।"

"না, হে না। আমাদিগের প্রাণের আশঙ্কা আছে বই কি। কেবল মালখানা লুট করা ইহাদিগের অভিসন্ধি নহে। এ বিদ্রোহের সমুদয় কারণ তুমি এখনও জানিতে পার নাই। আমার গুপ্তচর কহিল যে, দেশীয়সৈন্যগণের সৈনিকবিভাগে উচ্চপদ লাভের আশা নাই বলিয়া, দীর্ঘকাল হইতে তাহারা আমাদের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ত আর কেবল মালখানা লুটকরিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। নিশ্চয়ই ইহারা আমাদিগের প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিবে। আর লক্ষ্মীবাইকে যে তুমি এত বিশ্বাসকর, তিনিও নাকি আমাদের গবর্ণমেণ্টের উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইংরাজের নাম শুনিলেই বলিয়া উঠেন ইংরাজ শূকর আমার রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করিতেছে। ইহার প্রতিফল ইহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।"

"গর্ডন! তোমার গুপ্তচরের এক কথাও আমি অবিশ্বাস করি না। আমাদের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে বিলক্ষণ দোষ রহিয়াছে। দেশীয়সৈন্যগণ কি যথোচিতরূপে পুরস্কৃত হইতেছে? আর রাণী লক্ষীবাইরও আমাদের গবর্ণমেণ্টের উপর কোপাবিষ্ট হইবার বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। আমার বোধহয় লর্ড ড্যালহৌসী ঝান্সী আমাদের রাজ্যভুক্ত করিয়া বড় ভাল কার্য্য করেন নাই।"

গর্ডন স্কিনের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যকরিয়া বলিলেন, "লর্ড ড্যালহৌসী ঝান্সী আমাদের রাজ্যভুক্ত না করিলে, তোমাকে এবং আমাকে চিরকালই চারিশত টাকা বেতনে সৈনিকবিভাগে থাকিতে হইত। আমাদিগের কি আর সিবিল ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করিবার সুযোগ হইত?"

"এ ঠিক কথা বলিয়াছ। সার, হেন্‌রী লরেন্স তাহা ত স্পষ্টাক্ষরেই বলেন। মেজর বেলও ত তাহাই বলিয়াছেন। দেশীয় রাজগণকে রাজ্যচ্যুত না করিলে আর আমাদিগের উচ্চ বেতনে উচ্চপদ লাভের সুবিধা হইত না।"

"সার হেন্‌রী লরেন্সই ত পঞ্জাব আমাদের রাজ্যভুক্ত করিবার সময় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন?"

"হাঁ, তিনি বিশেষরূপে তখন প্রতিবাদ করেন। তাহাতেই ত তাঁহাকে লর্ড ড্যালহৌসীর কোপানলে পড়িয়া অবশেষে পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে হইল; লর্ড ড্যালহৌসী তাঁহাকে রাজপুতনায় পলিটীক্যাল এজেণ্টের পদে নিয়োগ করিলেন।"

"আমি সার হেন্‌রী লরেন্স কিম্বা মেজর বেলের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হইতে পারি না; আমাদের হাতে এই ঝান্সী, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ আসিয়াছে বলিয়াই এখন বেশ সুশাসন হইতেছে। পূর্ব্বে কি আর এই সকল দেশ এইরূপ সুশাসিত হইত?"

"গর্ডন! আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমাদের ও সকল সুশাসনের কথা আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। এদেশীয় লোকদিগের পক্ষে ইহাদিগের দেশপ্রচলিত শাসনপ্রণালীই এক প্রকার ভাল ছিল। আমাদিগের শাসনপ্রণালী, কিম্বা আমাদিগের সংস্থাপিত বিচার আদালত অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। আমার বোধ হয় ইহাতে এদেশীয় লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।"

"আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী ব্যয়সাধ্য হইলেও ইহার উপকারিতা রহিয়াছে। দেশীয় রাজগণের হস্তে রাজ্যভার থাকিলে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়।"

মেজর স্কিন কাপ্তেন গর্ডনের এই শেষোক্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—

"পু! কি অরাজকতা উপস্থিত হয়; তুমি কি মনেকর রাণী লক্ষ্মীবাই এই রাজ্যশাসনে অসমর্থা ছিলেন? এইরূপ বিচক্ষণা রমণী আমি ইয়ুরোপেও অতি অল্প দেখিয়াছি। লক্ষ্মীবাই ত আর মুসলমানদিগের বেগমের ন্যায় পর্দ্দা-নশিন্ নহেন। মেজর ম্যাল্কম্ রাজা গঙ্গাধররাওর মৃত্যুর পর স্পষ্টাক্ষরে গবর্ণ-মেণ্টে লিখিলেন—"রাণী লক্ষ্মীবাই রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ উপযুক্তা—তাঁহার প্রতি প্রজাসাধারণের অবিচলিত ভক্তি শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়।" কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এখনও রাণী আমাদিগের সঙ্গে কথা বলি-বার সময় আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কথা বলেন। এখনও তিনি ঠিক রাণীর পদোচিত তেজস্বিতা সহকারে বাক্যালাপ করেন। আমার মনে হয় তিনি ঝান্সী অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ রাজ্যশাসন করিতে সমর্থা।"

স্কিনের কথা শুনিয়া গর্ডন বলিলেন—"হুঁ, রাণীর প্রতি যে কতকটা অবি-চার হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। রাজা গঙ্গাধর রাওর ঋণ ষ্টেট হইতে (অর্থাৎ রাজকোষ হইতে) পরিশোধ করা উচিত ছিল।"

"কেবল ঋণসম্বন্ধে অবিচার কেন? তাঁহার স্ত্রী-ধন, রমণীদিগের গাত্রাভরণ—"

কমিসনার স্কিন সাহেবের অভিপ্রেত কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অকস্মাৎ কামানের শব্দে ইহাদিগের কথোপকথনে বাধা পড়িল। তৎপর স্কিন এবং কাপ্তান গর্ডন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। দুর্গবাসিনী ইংরাজমহিলাগণ সশঙ্কিতা হইয়া উঠিলেন। কোথা হইতে কামানের শব্দ হইল তাহা জানিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। মেজর স্কিন দুর্গস্থিত সিপাহীদিগকে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রসহ সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নগরবহির্ভাগস্থ ষ্টার দুর্গ হইতে কয়েকজন সিপাহী আসিয়া বলিল, দ্বাদশসংখ্যক গোলন্দাজ রেজিমে-ণ্টের হাবিলদার গুরুবক্স এবং অনেকানেক হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহীবিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা ষ্টারদুর্গবাসি ইংরাজদিগের প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মেজর স্কিন নগরদুর্গবাসি সিপাহীদিগকে সঙ্গে করিয়া ষ্টারদুর্গে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু গর্ডন তাঁহাকে এই পথাবলম্বন করিতে নিষেধ করি-লেন। ইহার অল্প পরেই ষ্টারদুর্গ হইতে কাপ্তান ডান্‌লপের পত্র পাইয়া অবগত হইলেন যে, অল্পসংখ্যক সিপাহী বিদ্রোহী হইয়াছে। অধিকাংশ সিপাহী তাঁহার বাধ্য আছে। তিনি দুর্গের বাহিরে সিপাহীদিগকে পেরেড করাইতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

বিদ্রোহীগণ।

এ সংসারে মানুষ সর্ব্বদাই ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছে। এক একটী ঘটনা সমুপস্থিত হইয়া মানব জীবনে নূতন গতি প্রদান করিতেছে। মানুষ তখন সেই ঘটনার বশীভূত হইয়া চলিতেছে। পূর্ব্বদিবসের ঘটনা ঝান্সীর অধিবাসীদিগের জীবনে একটী নূতন গতি প্রদান করিল। যে সকল লোক সর্ব্বদাই আপন আপন দৈনিককার্য্যে রত থাকিত; যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবার চিন্তা যাহাদিগের অন্তরে কখনও সমুদিত হয় নাই; যাহারা মৃত্যুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া জীবন যাপন করিতেছিল; ৪ঠা জুনের ঘটনা তাহাদিগের জীবনেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। তাহাদিগেরও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইল। মানব প্রকৃতি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিলে আমরা সহজেই দেখিতে পাই যে, জগতের জনসাধারণ প্রায়ই ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া সর্ব্বদাই একটা না একটা হুজুক দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে। একটা হুজুক উপস্থিত হইলেই মানুষ সেই হুজুকের অনুসরণ করে। এই জন্যই দৃষ্টতঃ অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে সময় সময় প্রকাণ্ড ব্যাপার সকল সমুৎপন্ন হয়। বিশ্বব্যাপি ফরাশীবিপ্লব সমুপস্থিত হইবার দশ দিন পূর্ব্বে ফরাশীদেশের জনসাধারণ ঈদৃশ বিপ্লব স্বপ্নেও ঘটিবে চিন্তাকরেনাই। দৃষ্টতঃ অতি ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষে—সেই বিশ্বব্যাপি রাজবিপ্লব উপস্থিত হইল। আমরা অস্বীকার করি না যে, ফরাশীবিপ্লবের বীজ দীর্ঘকাল পূর্ব্বহইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল। কিন্তু তৎপ্রতি পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। দৃষ্টতঃ ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষে সেই বিশ্বব্যাপি বিপ্লব সমুপস্থিত হইল। শুদ্ধ কেবল হুজুকে পড়িয়া জনসাধারণ সেই বিপ্লবানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন বিপ্লবের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন সমাজ প্রচলিত পাপ এবং অত্যাচারই ফরাশীবিপ্লবের মুল কারণ ছিল; বস্তুতঃ পাপ এবং অত্যাচার হইতেই সকল দেশে বিপ্লবানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান সিপাহীবিদ্রোহের বীজ ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই অঙ্কুরিত হইতেছিল। কিন্তু তৎপ্রতি এপর্য্যন্ত কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। এখন সেই বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে আহুতি পড়িতে লাগিল।

যে সকল লোক এপর্য্যন্ত নিতান্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহারাও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অন্তরেও বীরত্বের সঞ্চার হইল।

হাবেলদার গুরুবক্স এবং রাসেলদার কালেখাঁ পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে ষ্টারদুর্গের ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর, ঝান্সীবাসি প্রায় সকলের মুখেই "মার শালা ফিরিঙ্গিকে—মার শালা ফিরিঙ্গিকে" ইত্যাকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। অধিকাংশ সিপাহী এপর্য্যন্ত ইংরাজ সেনাপতির বাধ্য ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের ঘটনা রণবাদ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া তাহাদিগকেও উত্তেজিত করিল।

৫ই জুন প্রধান প্রধান চক্রান্তকারী দুর্গের বাহিরে ও ভিতরে এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া অন্যান্য সিপাহীদিগকে বিদ্রোহী দলভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরামর্শ এবং উপদেশ দিতে লাগিল। তখন আর ইহাদিগের গোপনে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব দিবস ইহারা প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের এখন আর ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পদচ্যুত করিতে সাধ্য নাই। ইংরাজেরা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। যে কয়েক জন সিপাহী এখনও বিদ্রোহী হয় নাই, তাহাদিগকে ডান্‌লপ্ সাহেব পেরেড করাইতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে গুরুবক্স, লছমনসিংহ, শিবদয়ালপাঁড়ে, কালে খাঁ, ফায়েজউল্লা প্রভৃতি প্রধান প্রধান চক্রান্তকারিগণ এক এক স্থানে দাঁড়াইয়া সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল—

"ভাই পূর্ব্বে কোম্পানীর লোকেরা এত অত্যাচার করিত না। তাহারা আমাদিগের মান, ইজ্জত বজায় রাখিয়া চলিত; আমরাও তাহাদিগকে মান্য করিতাম। কিন্তু সে কাল গিয়াছে; সে দিন গিয়াছে। বিলাত হইতে দিন দিন দলে দলে ছোট লোক আসিতেছে। এ শালাদের আমলে আমাদিগের ইজ্জত থাকিবে না। ইজ্জত ত একেবারেই গিয়াছে। এখন আমাদের বাপ দাদার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই হয়। কিন্তু এ ফিরিঙ্গী আমাদিগের ধর্ম্ম নিশ্চয়ই নষ্ট করিবে। আমরা এখনও চুপ করিয়া থাকিলে আর বাপ পিতামহের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার সাধ্য থাকিবে না। ফিরিঙ্গীরা দিন দিন নূতন নূতন আইন কানুন জারি করিতেছে। আমি বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছি বিলাত হইতে নূতন আইন আসিয়াছে। এ আইন জারি করিলে হিন্দু, মুসলমান সকলেরই আপন আপন বাপ দাদার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। বিলাতের মহারাণী সমুদয় সিপাহীদিগকে খৃষ্টান করিবার হুকুম দিয়াছেন। সমুদয় হিন্দু সিপাহীদিগকে

গোমাংস খাইতে হইবে। মুসলমানদিগকে শূকরের মাংস খাওয়াইবে। তোমাদিগের কাহারও আর আপন ঘরে যাইবার সাধ্য থাকিবে না। তোমাদিগের আত্মীয় পরিবার কি তোমাদিগের জন্য আপন আপন বাপ দাদার ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে? তাহারাও কি তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে জাত দিতে আসিবে? তোমাদিগের স্ত্রী পুত্র তোমাদিগকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে।"

"ভাই, আপন আপন জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইলে বাঁচিয়া কোন ফল নাই। আমাদের অদৃষ্টে এই ছিল যে, আমাদের দ্বারা এখন বাপ দাদার নাম ডুবিবে। আমরা কি পিতা পিতামহকে নরকে ডুবাইব? ইংরাজেরা মুখে বলে আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবে না, কিন্তু গোপনে গোপনে এদেশের লোকদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য পাদরি সাহেবদিগকে নিযুক্ত করিতেছে।

"তোমাদিগের যাহার যাহা ইচ্ছাহয় কর, কিন্তু আমার এ প্রাণ যায় যাউক, তথাপি আমি আপন জাতি ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জয় রাম জী কা জয়, জয় গুরু জী কা জয়, গঙ্গা মাতাকি জয়।"

বক্তা "জয় রামজী কা জয়" বলিবামাত্র সমুদয় হিন্দুসিপাহী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "জয় সীতারাম" "জয় সীতারাম" "জয় গঙ্গামাতা।"

"ভাই আর এক কথা শোন। এখন কিছু না করিলে আর এমন সময় মিলিবে না। তোমরা শুনিয়াছ দিল্লীর বাদসাহ দিল্লী দখল করিয়াছেন। দিল্লীতে আর একজন ইংরাজও নাই। দিল্লীযুদ্ধেরপর দিল্লীর মালখানার সমুদয় টাকা বাদসাহ সিপাহীদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন। প্রায় এক কোটী টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। বাদসাহ নিজে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। বাদসাহের বাদসাহী দেল্—'নবাবি ধরণ'। একি আর এই ফিরিঙ্গির দেল্? যে একটা পয়সার উপর পর্য্যন্ত নজর রাখিবে? বল দেখি ভাই ফিরিঙ্গি কি এইরূপ ইনাম দিত? তোমরা ত এতদিন চাকুরি করিতেছ, ফিরিঙ্গি তোমাদিগকে কখনও এইরূপ ইনাম দিয়াছে? আমাদিগের যাহা করিতে হইবে তাহা শীঘ্র শীঘ্র না করিলে কোন লাভ নাই।"

ইনামের কথা বলিবামাত্র সিপাহীগণ "জয় রামজীকা জয়" "জয় বাদসাহাকি জয়" বলিয়াই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মালখানা লুট করিবার প্রলোভন আর পরিত্যাগ করিবার কাহারও সাধ্য হইল না।

এদিকে কালেখাঁ ষ্টারদুর্গের ভিতরে একস্থানে দাঁড়াইয়া সিপাহীদিগকে বলিতেছে—

"কোরাণের কথা কি মিথ্যা হইবে; কাফেরদিগের হাতে মুল্লুক কখনও থাকিবে না। রসুল নবী পয়গম্বর সকলে বলিয়াছেন—সমুদয় দুনিয়া আবার মুসলমানের হাতেই যাইবে। তুর্কিস্থান হইতে দিল্লীতে দূত আসিয়াছেন, মৌলবী আসিয়াছেন। তাঁহারা বাদসাহকে আপন মুল্লুক দখল করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মৌলবীরা বলিয়াছেন দুনিয়াতে কাফেরের মাথা রাখিবার স্থান মিলিবে না, স্বয়ং নবী তরবারি হস্তে করিয়া কাফেরের মাথা কাটিবেন। যদি মুসলমান হও এখনই বিশ্বাসীর ন্যায় কাজ কর।

"ফিরিঙ্গি হারাম! ফিরিঙ্গি কাফের। ফিরিঙ্গি আমাদের ইজ্জত বজায় রাখিবে না। বাদসাহের বড় দেল্। বড় জেন্দেগী দিল্লীর মালখানা বাদশাহ্ ফৌজদিগকে দিয়াছেন।

বক্তা এই কথা বলিবামাত্র সমুদয় মুসলমান সিপাহী। "বিশমোল্লা—আল্লা—খোদাকে স্কুর—মার শালাফিরিঙ্গিকে, মার শালা ফিরিঙ্গিকে" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

৫ই জুন দিবারাত্র এই প্রকার বক্তৃতা উপদেশ এবং পরামর্শ চলিতে লাগিল। এদিকে যে অল্প সংখ্যক সিপাহী এখনও বিদ্রোহী দলভুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে কাপ্তান ডান্‌লপ এবং লেফটেন্যাণ্ট ক্যাম্বেল প্রভৃতি ইংরাজগণ অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "এদেশীয় লোকদিগকে খৃষ্টান করিবার অভিসন্ধি গবর্ণমেন্টের নাই। তোমরা দুষ্ট লোকের কথা শুনিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছ। তোমাদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই।" ইত্যাদি ইত্যাদি—"

সিপাহীগণ হীনবুদ্ধি হইলেও গবর্ণমেণ্ট যে তাহাদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিত। কিন্তু মালখানা লুণ্ঠন করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে তাহারা অসমর্থ হইল। ঝান্সীর মালখানাই ঝান্সীর বর্ত্তমান বিদ্রোহের এক অনিবার্য্য কারণ হইয়া পড়িল।

৬ই জুনও কাপ্তান ডান্‌লপ অল্পসংখ্যক সিপাহীকে পেরেড্‌ক্ষেত্রে পেরেড করাইতে চলিলেন। সিপাহীগণ পেরেড করিতে লাগিল। কাপ্তান ডান্‌লপ এন্সাইন টেইলরকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং ডাকঘরে পত্র দিতে গেলেন। কিন্তু পোষ্ট আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পুনর্ব্বার পেরেডক্ষেত্রে পৌঁছিবামাত্র বিদ্রোহীগণ গোলা চালাইয়া তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গী টেইলরের প্রাণ বিনাশ করিল। ষ্টারদুর্গের অন্যান্য ইংরাজগণ ডান্‌লপের হত্যাকাণ্ড দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পলায়ন পূর্ব্বক নগরদুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

নবম অধ্যায়।

এ হত্যাকাণ্ড পূর্ব্বসঙ্কলিত নহে।

ষ্টারদুর্গ ইংরাজশূন্য হইবামাত্র বিদ্রোহানল একেবারে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সমুদয় সিপাহী এখন বিদ্রোহীদিগের দলভুক্ত হইয়া ইংরাজদিগের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইল। নগরদুর্গের কয়েকটী পাহারাওয়ালা এবং ইংরাজদিগের ভৃত্য ও খানসামাই কেবল এখন তাঁহাদিগের অনুগত রহিল।

বিদ্রোহী সিপাহীদিগের বর্ত্তমান উত্তেজিত অবস্থা দর্শনে ৭ই জুন ঝান্সী বাসী ইংরাজদিগকে একেবারে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিতে হইল। তাঁহারা চিন্তাকুল চিত্তে কিংকর্ত্তব্য অবধারণার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধন্য ইংরাজ পুরুষগণ! ধন্য ইংরাজ মহিলা! ধৈর্য্য এবং বীরত্ব ইহাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য সাধনার্থ মৃত্যুকে ইহারা অম্লান বদনে আলিঙ্গন করিতে পারেন। এই আসন্নবিপদকালে কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই বলিয়া উঠিলেন "we will fight to the last" আমরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইব না।"

মেজর স্কিন্, কাপ্তান গর্ডন, ডাক্তার মেগান লেফটেন্যাণ্ট পাওউস্ ম্যাক-গবিন প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান ইংরাজ একত্র হইয়া আত্মরক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন—

গর্ডন বলিলেন—"এখন রাণীকে এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ একবার অনুরোধ করা যাউক। রাণীর প্রত্যুত্তর শুনিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, তিনি বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন কি না?"

গর্ডনের কথা শুনিয়া লেফটেন্যাণ্ট পাওউস্ বলিলেন "রাণী অবশ্যই ইহাদিগের সঙ্গে যোগদিয়াছেন। আমাদিগের নিমিত্ত ঝান্সীতে গোহত্যা হয় বলিয়াই রাণী আমাদিগকে ইংরাজ শূকর বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি কি আর এখন আমাদিগের অনিষ্ট করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন?"

রাণী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন কি না, তৎসম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিলেন "নিশ্চয়ই রাণী ইহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু স্কিন সাহেব এবং অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞ ইংরাজ এ কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন না। গর্ডন সাহেব রাণীর নিকট লোক প্রেরণার্থ বারম্বার অনুরোধ করিলে পর, মেজর স্কিন্ ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"রাণীর নিকট লোক প্রেরণ

করিলে যে কোন উপকার হইবে তাহার সম্ভব দেখি না। যদি সত্য সত্যই রাণী এই সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে তিনি কি আর আমাদিগের উপকারার্থ এখন কিছু করিবেন? আর বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে রাণীর যোগ না থাকিলে বিদ্রোহীগণ রাণীর অনুরোধে আমাদিগের প্রাণ বিনাশে ক্ষান্ত হইবে না। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি এই আসন্নসঙ্কট হইতে আমাদিগের আত্মরক্ষার আর আশা নাই। ভারতবাসীদিগের স্বভাব চরিত্র আমার কিছুই অবিদিত নাই। যখন ইহারা ডান্‌লপের প্রাণবিনাশ করিয়াছে, তখন আর একজন ইংরাজকেও ইহারা জীবিত রাখিবে না। ইহারা মনে করি-তেছে যে, ডান্‌লপের হত্যার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই প্রাণবিনাশ করিবেন; সুতরাং এখন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ইহারা সকলেই আমাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে।"

কাপ্তেন স্কিনের বাক্যাবসানে লেফটেন্যাণ্ট কাম্বেল কহিলেন—"কল্য প্রাতে ডান্‌লপের হত্যার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন পর্য্যন্তও তিন চারিশত সিপাহী আমাদিগের বাধ্যছিল। গত কল্য অপরাহ্নেই সেই সকল সিপাহী বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। ডান্‌লপের হত্যার নিমিত্ত সকল সিপাহীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না।"

মেজর স্কিন এখন ক্রমেই অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"সিপাহীরা এখন নিশ্চয়ই মনে করিতেছে গবর্ণমেণ্ট ডান্‌লপের হত্যার জন্য তাহাদিগের সকলকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন। সেই জন্যই ডান্‌লপের হত্যার পর এখন সমুদয় সিপাহী বিদ্রোহী হইয়াছে। আমাদিগের বিচারসম্বন্ধে সিপাহী-দিগের এইরূপ সংস্কার হইবার বিলক্ষণ কারণ রহিয়াছে। আমাদিগের আচরণ, আমাদিগের স্বভাব প্রকৃতি, ইহারা কিছুই জানে না। আমরা যদ্রূপ দেশীয় লোকদিগকে নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া ঘৃণাকরি, ইহারাও আমাদিগকে তদ্রূপ নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চক বলিয়া মনে করে। আমরা সদুদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করিলেও তাহা ইহাদিগের বুঝিবার সাধ্য নাই। অন্ততঃ আমরা ইহাদিগকে তাহা বুঝিবার সুযোগও প্রদান করি না।"

স্কিনের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাঁহার কথায় বাধাদিয়া ম্যাক-গবিন, গর্ডন, বার্জ্জেস তিন জনেই একবারে বলিয়া উঠিলেন "এই নিগারেরা আমাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া মনে করে? ইহাদিগের এইরূপ মনে করিবার কি কারন আছে?"

স্কিন বলিলেন—“গর্ডন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। আমি যাহা বলিতেছি শোন। এদেশীয় লোকেরা কেন আমাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া মনে করিবে না? দেশীয় রাজগণের সঙ্গে সময়ে সময়ে আমাদের যে সকল সন্ধি হইয়াছে, তাহা কি আমরা ভঙ্গ করি নাই? তাহা কি আমরা সর্ব্বদাই পালন করিয়াছি? এই ঝান্সীরাজ্য হরণ করিবার আমাদিগের কি অধিকার ছিল?

এই কথা বলিতে বলিতে মেজর স্কিন ক্রমেই অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—

“প্রাতে যখন শুনিলাম যে, ডান্‌লপকে সিপাহীরা হত্যা করিয়াছে, তখনই আমার মনে হইল, আমাদিগের সকলকে এইস্থানে জীবনবিসর্জন করিতে হইবে। আমি নিজের প্রাণের আশা যে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা নহে। সিপাহীদিগের দিল্লীর নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিয়া, আমার মনে হয়, ইহারা স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই প্রাণবিনাশ করিবে। আট নয়শত সিপাহীর আক্রমণ হইতে আমরা দশ বারজন লোক কখনও আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। তাই একবার মনে করিলাম, স্বহস্তে আমার প্রিয়তমা এমিলির প্রাণবিনাশ করিয়া, পরে আত্মহত্যা করিব। কি জানি বিদ্রোহীগণ যদি আবার সাক্ষাতেই এমিলিকে অপমান করে, তবে এমিলির প্রতি তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণ আমার বড় কষ্টকর হইবে। এইরূপ চিন্তাকরিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে আমি বাইবেল খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম; কিন্তু সহসা প্রভু যিশুর মৃত্যুঘটনা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। সহসা আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভাবিয়া দেখিলাম, অভিপ্রেত পথাবলম্বন করিলে নরহত্যা এবং আত্মহত্যা দুইটী গুরুপাপে আমার হস্ত কলঙ্কিত হইবে। সুতরাং আমি আপন পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছি। শেষপর্য্যন্ত যুদ্ধকরিয়া প্রাণত্যাগ করিব বলিয়াই এখন স্থির করিয়াছি। তোমাদিগের সকলকেই আমি এই পথাবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।”

এইপর্য্যন্ত বলিয়াই স্কিনসাহেব কিছুকাল নির্ব্বাক রহিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী এমিলির মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ইংরাজ এবং ইংরাজমহিলাগণও অশ্রুবিসর্জন করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে স্কিন সাহেব হৃদয়াবেগে দণ্ডায়মান হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

“হৃদয়ের শোক দুঃখ দূর কর। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও। রাণীর নিকট লোক প্রেরণের কোন প্রয়োজন নাই।

আমরা শেষপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব। প্রকৃত খৃষ্টানের ন্যায়—ইংরাজপুরুষের ন্যায়—নির্ভীকচিত্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিব।”

স্কিন ঈদৃশ উৎসাহপ্রদ বাক্য বলিবামাত্র একজন ইংরাজমহিলা বলিয়া উঠিলেন“Shall Lord forsake us ? প্রভু কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ?”

“No—No dear—Lord shall never forsake his own না—না প্রিয়ে—প্রভু পরমেশ্বর কখনও তাঁহার আপন লোকদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।” এই বলিয়াই স্কিন আবার বলিতে লাগিলেন—

“আমাদের প্রভু জগতের কল্যাণার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। জগতকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণকরিব। নিশ্চয় জানিবে পরমেশ্বরের অনভিমতে ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্রও পতিত হয় না। আমাদিগের মৃত্যু নিষ্ফল হইবে না। আমাদিগের শোণিত ইংলণ্ডের রাজত্ব দৃঢ়ীভূত করিবে। ইংলণ্ড নিশ্চয়ই আমাদিগের হত্যাকারীর সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন।”

তিনি আবার একটু থামিয়া বলিলেন—

“আমাদিগের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশা আমাদিগের জাতীয়পাপের প্রতিফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি বর্ত্তমান বিপদকে ঈশ্বরের ন্যায়ানুগত দণ্ড (retributive Justice) বলিয়া মনে করি। সুতরাং আমরা অম্লান বদনে এই বিপদকে আলিঙ্গন করিব। তোমরা কি দেখিতে পাও না ? এই দেশে আমরা অতি সহজে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছি। পরমেশ্বর তাঁহার কোন মহান্ অভিপ্রায় সংসাধনার্থ আমাদিগকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কখনও বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বর শুদ্ধ কেবল রাজস্ব আদায়, বাণিজ্যালয় সংস্থাপন এবং অর্থসঞ্চয়ার্থ আমাদিগকে এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। এই দেশীয় লোকদিগকে জ্ঞানেতে সাধুতাতে সমুন্নত করিবার জন্য, এই দেশপ্রচলিত সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের মূলচ্ছেদনার্থ, বোধ হয় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই দেশে সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সমর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কি ঈশ্বরের সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনার্থ কখনও যত্ন করিয়াছি ? বরং আমাদিগের আচরণ ইহাদিগকে দিন দিন অসৎ পথে পরিচালন করিতেছে। পূর্ব্বে কি এদেশীয় লোক এতদূর মিথ্যাবাদী এবং প্রবঞ্চক ছিল ? আমাদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়, আমাদের প্রতিষ্ঠিত বিচারপ্রণালী ক্রমেই ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ সরল প্রকৃতিকে বিনাশ করিয়া এদেশে মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনামূলক

ব্যবহারের প্রশ্রয়দিতেছে। আমাদের শাসনের প্রারম্ভ হইতেই এই দেশীয় মিতাচারী লোক, বিলাসী হইয়া উঠিতেছে। আমরা আবার ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করি বলিয়া, ইহারা আমাদিগের জাতীয় সদ্‌গুণ লাভ করিতে পারে না। এ জীবনে কখনও ইহাদিগকে আমরা একটী সৎশিক্ষাও প্রদান করিতে পারি নাই। সৎশিক্ষা প্রদানে চেষ্টাও করি নাই। এখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় বীরত্ব সহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া এই পতিত জাতিকে সৎশিক্ষা প্রদান করিব। প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ হউক। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নর-নারী যে মৃত্যুকে ভয় করে না; ইংরাজেরা আপন দেশের এবং স্বজাতির মঙ্গলার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত—তাহা ইহারা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখুক। আমাদিগের এই নির্ভীক মৃত্যু, আমাদিগের জীবনের এই শেষ দৃষ্টান্ত—এই অধঃপতিত জাতির মনে বীরত্বের ভাব আনয়ন করুক। এই ভীরু জাতিকে সমুন্নত করুক।"

এই বলিয়া স্কিন প্রাচীরে দোলায়মান ক্রুশযন্ত্রে নিহত খৃষ্টের চিত্রপটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশকরিয়া বলিলেন "ঐ দেখ আমাদের প্রভু জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা সকলেই আজ প্রভুর পদানুসরণ করিব। খৃষ্টের ন্যায় নির্ভীকচিত্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া খৃষ্টান নাম সার্থক করিব।"

স্কিনের এই সকল কথা বলিবার সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিস্তব্ধভাবে তাঁহার সম্মুখে বসিয়াছিলেন। স্কিন তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গলদেশে হস্ত স্থাপন-পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহার মুখকমল চুম্বন করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন—Fear not death, it will open to us the gates of Heaven মৃত্যুকে ভয় করিবে না। মৃত্যু আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিবে।"

দুর্গবাসী ইংরাজদিগের পরস্পরের মধ্যে এবম্বিধ কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল। রাণীর নিকট লোক প্রেরিত হইয়াছিল কি না, তাহা এখন পর্য্যন্তও কেহ নিশ্চয় জানিতে পারেন নাই। রাত্রে ইংরাজদিগের আর নিদ্রা হইল না। কাপ্তান গর্ডন প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজ আত্মরক্ষার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নগরের সমুদয় লোকই বিদ্রোহী হইয়াছে। এখন আর পলায়ন করিবারও কোন প্রকার সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং ইহারা প্রাণপণে অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত রাখিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। অতি কুক্ষণে ঝান্সীতে ৭ই জুন সমুপস্থিত হইল। গগনে প্রভাতসূর্য্য সমুদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিল। কিন্তু এ কাল-

রাত্র প্রভাত না হইলেই ভাল হইত। প্রভাতসূর্য্যের প্রফুল্লরশ্মি জগতবাসী নরনারীর হৃদয়ে আনন্দবর্ষণকরে, প্রভাতসমীরণ লোকের মনে শান্তি প্রদান করে। কিন্তু আজ ঝান্সীর প্রভাতসূর্য্য তাহার চিরপ্রফুল্লকারী শক্তি বিবর্জ্জিত হইল। আজ ঝান্সীর প্রভাতসমীরণ কাহারও হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না।

আজ একদিকে ঝান্সীবাসী অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে প্রতিহিংসারূপ পিশাচ বিরাজ করিতেছে, অন্যদিকে কয়েকটী ইংরাজপুরুষ এবং ইংরাজ মহিলা আসন্নমৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আজ কেবল বিদ্রোহী সিপাহী নহে, নগরবাসী সমুদয় লোক এই অসহায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বেলা এক প্রহরের পূর্ব্বে ইহারা নগরদুর্গ আক্রমণ করিল। উপর্য্যুপরি কেবল কামানের দুড়ুম দুড়ুম শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে কামানের গোলা ছুটিতে লাগিল।

কিন্তু ধন্য ইংরাজদিগের বীরত্ব! ধন্য ইংরাজ রমণীদিগের সহিষ্ণুতা! প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত দুর্গস্থিত কয়েকটী ইংরাজ অবিশ্রান্ত গোলা চালাইয়া বিপক্ষদলের প্রায় চল্লিশ জন লোকের প্রাণ বিনাশ করিলেন। স্কিন সাহেবের সহধর্ম্মিণী, ব্রাউন সাহেবের সহধর্ম্মিণী পুরুষদিগের পশ্চাতে থাকিয়া বন্দুকে বারুদ পুরিয়া দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হইল। জুন মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে উভয়পক্ষের লোকই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বিদ্রোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে ক্রমে দুই একটী ইংরাজ ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। এই সময় বিদ্রোহীদিগের মধ্যের একজন প্রধান চক্রান্তকারী, ঝান্সীর তহসিলদার আহম্মদহোসেন ইংরাজদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঝান্সী হইতে চলিয়া যাইতে সম্মত হইলে, বিদ্রোহীগণ তাঁহাদিগের প্রাণবধ করিবে না।

মেজর স্কিন আহম্মদহোসেনকে অত্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন। তিনি আহম্মদ হোসেনের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু গর্ডন এবং অন্যান্য ইংরাজগণ বলিতে লাগিলেন "এখন যুদ্ধ করিলেও যখন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব না, তখন ইহাদিগের দয়ার উপর নির্ভর করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।"

অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, অবশিষ্ট ইংরাজ কয়েকটী স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাসহ দুর্গ হইতে বাহির হইবেন। এদিকে আহম্মদ

হোসেনের উপদেশানুসারে বিদ্রোহীগণ অস্ত্রবর্ষণে ক্ষান্ত হইল। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইবার অল্প পূর্ব্বেই মেজর স্কিন প্রভৃতি কয়েকটী ইংরাজ এবং কয়েকটী ইংরাজরমণী আপন আপন বালক বালিকাসহ দুর্গের বাহির হইলেন।—কিন্তু ইহারা দুর্গের বাহির হইবামাত্র কি ভীষণ দৃশ্য সমুপস্থিত হইল! কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল! ইহাদিগকে দেখিবামাত্র যেন বিদ্রোহী সিপাহীদিগের অন্তরস্থিত লুক্কায়িত পিশাচ জাগ্রত হইয়া উঠিল—'মার শালা ফিরিঙ্গিকে—একজনও জীবিত রাখিব না,' বিদ্রোহীদিগের মধ্য হইতে এইরূপ চীৎকার সমুত্থিত হইবামাত্র, অধিকাংশ সিপাহী ইংরাজপুরুষ এবং রমণীদিগকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিল। পশ্চাৎ হইতে বহুসংখ্যসিপাহী উন্মত্ত-পিশাচের ন্যায় সম্মুখে দৌড়িয়া আসিয়া, কেহ ইহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল, কেহবা, ইহাদিগকে বন্ধন করিতে লাগিল। সিপাহীদিগের মধ্যে যে দুই একটী সহৃদয় পুরুষছিল, তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও এই প্রতিহিংসাপ্রমত্ত সৈনিক-পুরুষদিগকে ঈদৃশ কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিতে সমর্থ হইল না। বোধ হইতে লাগিল যেন পিশাচ ইহাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে মানবপ্রকৃতি বিবর্জ্জিত করিয়াছে।

এ ভীষণ অত্যাচার স্মৃতিপথারূঢ় হইলেই লেখনী হস্ত হইতে স্খলিত হয়। হৃদয় মন অবসন্ন হয়। এ অত্যাচার কাহারও বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকা জননীর ক্রোড়ে রহিয়াছে। চারি পাঁচ বৎসরের বালকবালিকাগণ জননীর পরিধেয় বসন ধরিয়া ভয়ে ও ত্রাসে মাতার গাউনের মধ্যে মস্তক লুকাইতেছে; কোন কোন যুবতী স্বামীর গলদেশ অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ঈদৃশ অবস্থায় সেই প্রতিহিংসারূপ-পিশাচ-পরিচালিত সিপাহীগণ তরবারের আঘাতে একে একে সকলের শিরশ্ছেদন করিতেছে। নিরপরাধ বালকবালিকাদিগের মস্তক দেহশূন্য করিতেছে। তাহাদিগের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতেছে!

এ ভীষণ দৃশ্য! এ ভীষণ অত্যাচারের আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পাশববলে রাজ্য শাসন করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজেরা স্বয়ং যে পাশব শক্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আজ সেই পৈশাচিক শক্তি তাঁহাদিগকেই বিনাশ করিল। আজ সেই পৈশাচিক শক্তি সমগ্র ভারত সন্তানের নাম কলঙ্কিত করিল!

কিন্তু এই নিরপরাধা ইংরাজ মহিলা, নিরপরাধ ইংরাজ শিশুদিগের জন্য, ঝান্সীতে কি কেহই একবিন্দুও অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই? ঝান্সীর নরনারীর

হৃদয় কি এতই নিষ্ঠুর? এতই কলঙ্কিত? এই ভীষণ নরহত্যা কি ঝান্সীবাসী কাহারও হৃদয় বিগলিত করে নাই? ইংরাজেরা যদি ভারতবাসিদিগের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন—ইংরাজেরা যদি ভারতবাসিদিগের স্বভাব চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন, তবে কখনও তাঁহারা এই ভীষণ নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা এবং শিশুহত্যার কলঙ্কে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইর পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিতেন না।

ঝান্সীর রাজপ্রাসাদবাসিনী রমণীগণ এই হত্যাকাণ্ডের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। ৭ই জুন যে বিদ্রোহী সিপাহীগণ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা পর্য্যন্তও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই কি গঙ্গাবাই পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। ইহাদিগের এ বিষয় জানিবার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভব ছিল না। বিদ্রোহী সিপাহীগণও ঈদৃশ হত্যাকাণ্ড পূর্ব্বে কল্পনা করে নাই। এ হত্যাকাণ্ড কখনও পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত নহে।—সাময়িক উত্তেজনার ফল!

দশম অধ্যায়।

সিংহাসনারোহণ।

ঝান্সী ইংরাজশূন্য হইবামাত্র, তথায় ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। নগরের সর্ব্বত্রেই সৈন্যদিগের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। মালখানার লুণ্ঠিত মুদ্রা বিভাগকালে সৈন্যদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল। মুসলমান সিপাহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নবাব হোসেনকুলি খাঁকে ঝান্সীর রাজপদ প্রদানের প্রস্তাব করিতে লাগিল। কিন্তু ঝান্সীর বিদ্রোহী সিপাহীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিল। নবাব হোসনকুলি খাঁকে রাজ্য প্রদান করিতে তাঁহারা সম্মত হইলেন না। হিন্দু সিপাহীগণ আবার তিন দলে বিভক্ত হইল। এক দলের নেতা হাবিলদার গুরুবক্স। গুরুবক্সের দলের লোকেরা ঝান্সীর রাজবংশোদ্ভব বালাজি নানা বিশ্বনাথকে সিংহাসন প্রদানের প্রস্তাব করিল। দ্বিতীয়দলের অধ্যক্ষ বলদেব পাঁড়ে। এই দলের লোকেরা বালাজি গোবিন্দরাওকে ঝান্সীর রাজা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। কিন্তু সুবেদার শিবদয়াল পাঁড়ের দলের লোকেরা ঝান্সীর রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইকে সিংহাসন প্রদানের জন্য তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন।

৮ই জুন সমস্ত দিবস এই সকল বিষয় লইয়া বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ঘোর

বিবাদ চলিতে লাগিল। বিদ্রোহীদিগের পরস্পরের মধ্যে আবার সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। চক্রান্তকারিদিগের মধ্যে আহম্মদহোসেনেরই শাসন প্রণালী সম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল। আহম্মদহোসেন নিজে দেওয়ান হইয়া ঝান্সীর রাজ্যশাসনভার আপন হস্তে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজের এই গুপ্ত অভিপ্রায় সাধনার্থ তিনি হিন্দু সিপাহীদিগের সঙ্গে একমত হইয়া হোসেন কুলিখাঁকে নবাব করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। মুসলমান সিপাহী-গণ ইহাতে আহম্মদহোসেনের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল। এদিকে হিন্দুগণও পূর্ব্ব হইতেই আহম্মদহোসনকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করিতেন, সুতরাং আহম্মদহোসেনের স্বার্থসাধনের আর উপায়ান্তর রহিল না। রাজ্যের সমুদয় প্রজা সমস্বরে বলিতে লাগিল। "জয় মহারাণী লক্ষ্মীবাইকা জয়" "জয় মা মহারাণীকা জয়।"

আহম্মদহোসন দেখিলেন যে, দেশের সমুদয় প্রজা রাণী লক্ষ্মীবাইকে রাজ-সিংহাসন প্রদানার্থ চীৎকার করিতেছে। সুতরাং এখন তিনিও রাণীর পক্ষাব-লম্বন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি উত্তেজিত সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"ভাই এখন তোমরা বিবাদ কলহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার একটী পরামর্শ শ্রবণ কর। ঝান্সীর গত কল্যের যুদ্ধ সংবাদ নওগাঁও পৌঁছিলেই তৎক্ষণাৎ ইংরাজসৈন্য তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এখানে আসিবে। এই সময় আপনাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিলে তোমাদিগের সকলকে ফিরিঙ্গির হাতে মরিতে হইবে। দেশের সকল লোকেই মহারাণীকে সিংহাসন প্রদানার্থ বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছে। মহারাণী এখন আমাদিগের মা হইয়া গদী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে, সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। অতএব এখন চল, আমরা সকলেই মহারাণীর নিকট গমন করি। তাঁহাকে গদী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। তিনি যদি সিংহাসন গ্রহণে অসম্মতা হয়েন তবে পরে যাহা হয়, বিবেচনা করিয়া অবধারণ করিব।"

আহম্মদহোসেন এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে—"জয় মহারাণী কি জয়" "জয় মা জী কি জয়"—"কেন মহারাণী সিংহাসন গ্রহণ করিতে অসম্মতা হইবেন"—"মহারাণী এখন নিশ্চয়ই গদী গ্রহণ করিবেন" এইরূপ চীৎকার সমুত্থিত হইল। লোকারণ্যের ঈদৃশ কোলাহলে আহম্মদহোসেনের আর কিছু বলিবার সাধ্য রহিল না। তাহার নিজের স্বার্থসাধনার্থ দুই এক কথা বলি-

বার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু ক্রমাগত কেবল "জয় মহারাণী কি জয়" "মহারাণীকে গদি দিতে হইবে।" এই চীৎকারে আর তাঁহার কোন কথা বলিবার সাধ্য রহিল না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাপর্য্যন্ত আহম্মদহোসেন নির্ব্বাক থাকিয়া যখন দেখিলেন যে,এখন আর কোন কথা ফলপ্রদ হইবে না, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"চল তবে এখন আমরা সকলেই রাজপ্রাসাদে যাইয়া মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

আহম্মদহোসেন এই কথা বলিবামাত্র "এখনই চল" "এখনই আমরা যাইব" লোকারণ্যের মধ্য হইতে এই প্রকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। আহম্মদহোসেন, কালেখাঁ, গুরুবক্স,শিবদয়ালপাঁড়ে, লক্ষ্মণসিংহ,ফায়েজউল্লা এবং অন্যান্য শত শত সিপাহী ও নগরের অনেক লোক রাজপ্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে ৭ই জুন রাত্রেই দেওয়ান লক্ষ্মণরাও রাণী লক্ষ্মীবাইর নিকটে আসিয়া বিশেষ আস্ফালনপূর্ব্বক সহাস্যমুখে বলিলেন,—"মা! শুভদিন উপস্থিত ঝান্সী একেবারে ইংরাজশূন্য হইয়াছে।"

"একেবারে ইংরাজশূন্য হইয়াছে? সে কি? কমিসনার স্কিন সাহেবকেও মারিয়াছে?"

"মা, স্কিন—ফিস্কিন—বাচ্ছা—কাচ্ছা—বুড়—ছানা—সব—যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে।"

"তুমি কি বলিতেছ? বাচ্ছা—কাচ্ছা—বুড়—ছানা। স্কিন সাহেবের মেম এখন কোথায় আছেন?"

"মেম, বিবি, স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা একজনও জীবিত নাই, এককালে রাক্ষসকুল ধ্বংস।"

লক্ষ্মণরাওয়ের এই কথা শুনিয়া রাণী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন—

"ঝান্সীর অদৃষ্টে এই ছিল! এই নগরের মধ্যে স্ত্রীহত্যাপর্য্যন্ত হইল? ইংরাজেরা আমার নগরের মধ্যে গোহত্যা করে বলিয়া কখনও কখনও আমার ঝান্সী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়—আর এখন এখানে স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত হইল? দূর হও নরাধম, মহারাষ্ট্রীয় কুলাঙ্গার! তুমি আবার সহাস্য মুখে আমাকে এই নারীহত্যার সংবাদ দিতে আসিয়াছ।"

লক্ষ্মণরাও রাণী কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত হইবামাত্র, অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে বলিতে লাগিলেন, "মা তাই ত—আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, তিন কাল গিয়াছে

—নগরের মধ্যেই নারীহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে। এই বিদ্রোহের গোলমাল শেষ হইলেই, আমি গঙ্গাস্নান করিতে যাইব। আমি কিছু কালের নিমিত্ত বিদায়ের প্রার্থনা করি।"

"রাণী সক্রোধে বলিলেন, "আমি তোমাকে জন্মের মতনই বিদায় দিব।" তোমার এবং আহম্মদহোসেনের অসাধ্য কিছুই নাই।"

লক্ষণরাও মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমুদয় ইংরাজের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে? স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলকে হত্যা করিয়াছে? কাহার হুকুমে সিপাহী-গণ এইরূপ কুকার্য্য করিল?"

"আজ্ঞে সিপাহীদিগের মধ্যে কেহ কাহারও হুকুম মানে না। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। শুনিয়াছি ইংরাজেরা কেল্লাহইতে বাহিরহইবামাত্র সিপা-হীগণ তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করিয়াছে।"

"তবে নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহাদিগের প্রাণবিনাশ করিয়াছে?"

"আজ্ঞে তাই বোধ হয় হইবে"

"কি পশুবৎ ব্যবহার! ইহাদিগের সঙ্গে আবার আমাকে যোগপ্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে?"

রাণী লক্ষ্মীবাই এই বলিয়াই লক্ষ্মণরাওকে বিদায় দিলেন, এবং অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্তে গঙ্গাবাইর প্রকোষ্ঠেপ্রবেশপূর্ব্বক লক্ষ্মণরাওর কথিত সকল কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। গঙ্গাবাইর হৃদয় লক্ষ্মীবাইর হৃদয়াপেক্ষাও সমধিক দয়া মায়া স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইংরাজরমণী এবং বালক বালিকাদিগের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং বিশেষ মনস্তাপসহকারে সপত্নীদ্বয় একত্র হইয়া এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই বলিলেন,—"দেখ, আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাই হইল। নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় নিরস্ত্র অবস্থায় বিদ্রোহিগণ ইংরাজদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে।"

গঙ্গাবাই বলিলেন—"তবে এখন এই বিদ্রোহিগণ কি আমাদের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবে নাকি? ইহারা এখন আমাদিগকে আক্রমণ করিলে কি করিব?"

"আমাদিগকে আক্রমণ করিলে ইহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব! আমি কি এই কুকুরদিগকে ভয় করি?"

"তুমি কি এই সহস্র সহস্র সিপাহীর আক্রমণ হইতে রাজপ্রাসাদ রক্ষা করিতে পারিবে?"

"একসিংহ লক্ষ লক্ষ শৃগালকেও ভয় করে না। যদি পঞ্চাশ জন লোক নির্ভীকচিত্তে আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করে, তবে নিশ্চয় জানিবে, এই সহস্র সহস্র শৃগালকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। তোমার কোন ভয় নাই। লক্ষীবাইর প্রাণ থাকিতে তোমাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহার প্রাণের যোগিনীকে কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না।"

"তুমি মনে কর আমি কি কেবল নিজের বিপদের জন্যই ভয় করি? আমাকে কে স্পর্শ করিতে পারে? এই তিন বৎসর যাবৎ তোমার বীরত্বের ভাব দর্শনে আমার অন্তরেও বীরত্বের সঞ্চার হইয়াছে। পূর্ব্বে পুরুষদিগকে আমি ভয় করিতাম। কিন্তু তোমার কাছে থাকিতে থাকিতে এখন বোধ হয় আমি তরবার হস্তে করিয়া সৈন্যদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারি! আমি নিজের বিপদের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কা করি না। একটা যোলযোগ উপস্থিত হইলে তুমি কি উপায় অবলম্বন করিবে, তাহাই শুনিতে চাই। তোমার আবার সময় সময় দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান থাকে না। একটা কিছু করিবে বলিয়া মনে করিলে তুমি ঘোর বিপদে পদার্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হও না।"

লক্ষীবাই বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক। ইহারা রাজ প্রাসাদ আক্রমণ করিলে, নিশ্চয়ই ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধকরিব, আর কি করিব? এই শূকর কয়েকটাকে কি আমি ভয় করি?"

"বিদ্রোহী সিপাহিগণ যদি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ না করিয়া এখন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে নগরের অরাজকতা নিবারণার্থ কি করিবে?"

"সে বিষয় বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় পশ্চাৎ স্থির করিব, বোধ হয় তাহা হইলে অগত্যা আমাকে রাজ্যভার নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে হইবে।"

"এখনই ত অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে। হয় ত কাল হইতেই নগরের ক্রয় বিক্রয়ের দোকান বন্ধ হইবে। আজ রাত্রেই বাবার নিকট লোক প্রেরণ কর না কেন?"

"কাল প্রত্যুষে লোক প্রেরণ করিব"—

এই বলিয়াই লক্ষীবাই স্বীয় শয়নাগারে চলিলেন। কিন্তু ৭ই জুন সমস্ত রাত্র এবং তৎপর দিবস বেলা চারি ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত লোকারণ্যের কোলাহল কিছুতেই নিবারিত হইল না। ৮ই জুন বেলা প্রহরেক হইবামাত্র পূর্ব্বো-

লিখিত বিদ্রোহী সিপাহিগণ এবং আহম্মদহোসেন প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান প্রধান চক্রান্তকারী রাজবাড়ীর দ্বারে আসিয়া রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাণীর পিতা প্রত্যূষেই রাজবাড়ীতে আসিয়াছেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, যে সমাগত বিদ্রোহীদিগের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় নাই, তখন রাণীকে বাহিরে আসিয়া ইহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাণী দরবার উপলক্ষে পূর্ব্বে যদ্রূপ স্বীয় সহচরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া,এবং স্বীয় পদোচিত বেশ ভূষা করিয়া প্রজাবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, আজও ঠিক সেই প্রকার পদমর্য্যাদানুসারে বেশ ভূষা করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র সমুদয় সিপাহী হস্তস্থিত অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। এবং সম্মুখস্থিত লোকারণ্যের মধ্য হইতে "জয় মহারাণীকা জয়" "জয় রাণী লক্ষ্মীবাইকা জয়," অবিশ্রান্ত এইরূপ চীৎকারে গগন মেদিনী পূর্ণ হইল। ইহাদিগের সেই চীৎকার "মা জয়"—"মা জয়" ঈদৃশ রবে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রায় দশ বার মিনিট পরে লোকারণ্যের কোলাহল এবং চীৎকারধ্বনি স্থগিত হইলে পর, আহম্মদহোসেন,শিবদয়ালপাঁড়ে, গুরুবক্স, কালেখাঁ—রাণীর সম্মুখে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল—

"মা! আপনার আশীর্ব্বাদে ঝান্সী ইংরাজশূন্য হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য ফিরিঙ্গিকে এবার নিশ্চয় দেশ হইতে পলায়ন করিতে হইবে। আমরা চিরকাল আপনার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। আপনি এখন আপন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন।"

বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ এই কয়েকটী কথা বলিবামাত্র, পশ্চাৎ হইতে সহস্র সহস্র লোক "জয় মহারাণীকা জয়", "জয় মা জিকা জয়" আবার এইরূপ চীৎকার আরম্ভ হইল। ইহাদিগের কথার প্রত্যুত্তরে রাণীর আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেও কথা বলিবার সাধ্য হইল না। অনেক কষ্টে আহম্মদহোসেন প্রভৃতি লোকারণ্যের কোলাহল থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকারণ্যের কোলাহল একটু থামিলে পর রাণী লক্ষ্মীবাই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

"সৈন্যগণ তোমরা সকলেই যে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমি বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। তোমরা স্থানে স্থানে অসহায় অবস্থায় দুই একটী ইংরাজকে আক্রমণ

করিবে এবং তাঁহাদিগের মালখানা লুট করিবে। এই ত তোমাদিগের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে কি আমার রাজ্য উদ্ধার হইবে? রাজ্য উদ্ধার করা দূরে থাকুক্ ঝান্সীর রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাকে তোমা-দিগের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে হইবে। এই রাজপ্রাসাদ পরি-ত্যাগ করিতে হইলে আমার শ্বশুর এবং স্বামীর আশ্রিত লোকেরা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িবে। তাঁহাদিগকেও অগত্যা আমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। আমি বিলক্ষণ জানি ইংরাজেরা সহজে এদেশ পরিত্যাগ করিবে না। দুই চারিজন ইংরাজকে তোমরা হত্যা করিয়াছ বলিয়াই তাঁহারা ঝান্সীর রাজ্য ছাড়িয়া দিবে না, হয় ত দুই এক দিনের মধ্যেই ইংরাজদিগের সৈন্য ঝান্সী আক্রমণ করিবে। তখন তোমরা পলায়ন করিবে। ঝান্সী আবার সহজেই তাঁহাদিগের হস্তগত হইবে। তোমরা যদি ঝান্সীর দুর্গে থাকিয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইতে স্বীকার কর, তবেই আমি তোমাদিগের নেত্রী হইয়া আপন শ্বশুরেররাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারি।”

রাণী এইপর্য্যন্ত বলিবামাত্র সহস্র সহস্র সিপাহী বলিয়া উঠিল—“আমরা এখানে থাকিয়াই ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। ফিরিঙ্গিকে এবার দেশ ছাড়া করিব। এদেশে একজন ফিরিঙ্গিকেও জীবিত রাখিব না।”

রাণী হস্তোত্তলন পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে নির্ব্বাক থাকিতে আদেশ করিলেন। কিছুকাল পরে ইহারা নির্ব্বাক হইলে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—

“আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না যে তোমরা সম্মুখসংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইবে। গতকল্য তোমরা সৈনিকপুরুষের নাম কলঙ্কিত করিয়াছ। এ নগর অপবিত্র করিয়াছ। ইংরাজেরা ঝান্সীতে গোহত্যা করে বলিয়াই তাহাদিগকে আমার দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। ঝান্সীতে কাহা-রও গোহত্যা করিবার সাধ্য ছিল না। ইংরাজ শূকর, গোহত্যা করিয়া আমার রাজ্য অপবিত্র করিয়াছে। কিন্তু তোমরা এখানে তদপেক্ষা অধিকতর কুকার্য্য করিয়াছ। তোমরা নারীহত্যা করিয়া ঝান্সীকে নরক তুল্য করিয়া তুলিয়াছ। জানিস্ না যে একটী নারীহত্যা দ্বারা সহস্র সহস্র গোহত্যার পাপ হয়।”

রাণীর কথা সমাপ্ত না হইতেই সৈন্যগণ আবার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল। ইংরাজরমণীদিগের হত্যার অপরাধ হইতে প্রত্যেকেই আপনাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পাঁচ সাতজন মুসলমান সিপাহী বলিয়া উঠিল—

"দোহাই মহারাণীর, আমরা কখনও মেমদিগকে হত্যা করি নাই। আমাদের তাহাদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছাও ছিল না।"

মুসলমানদিগের মধ্য হইতে ফায়েজউল্লা বলিল—"আমি ত পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলাম, ম্যাক্‌গবিন সাহেবের মেমকে কল্‌মা পড়াইয়া মুসলমান করিয়া পরে নিকা করিব। আমি কি তাহাকে খুন করিতাম ?"

কালে খাঁ বলিল—"আমি বার্নাড সাহেবের মেমকে কোরাণ পড়াইয়া—নিকা করিতাম। আমি কি আর মেমদিগকে খুন করিয়াছি ?"

হোসন্‌উল্লা বলিল—"আমি বার্জেস সাহেবের মেমকে নিকা করিতাম। হাবিলদার গুরুবক্স এবং তাঁহার দলের হিন্দুসিপাহীরাই মেমদিগকে খুন করিয়াছে। আমরা মেমদিগকে হত্যা করি নাই।"

নারীহত্যার দায়িত্ব হইতে মুসলমান সিপাহীগণ এই প্রকারে অব্যাহতি পাইবার জন্য চীৎকার করিয়া উঠিলে, হিন্দু সিপাহীগণকে কাজে কাজেই নির্ব্বাক থাকিতে হইল। তাঁহাদিগের আর বলিবার সাধ্য নাই যে তাঁহারা মেমদিগকে নিকা করিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু—হিন্দুসিপাহীদিগের নিকট ঝান্সী সহরের একজন বস্ত্রবিক্রেতা দাঁড়াইয়াছিল। সে লোকটার জন্মভূমি শ্রীবৃন্দাবন। সে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সে তাড়াতাড়ী দুই চারি জন হিন্দুসিপাহীকে বলিল—"আরে চালাকী করিয়া মুসলমানেরা এখন মেমদিগের হত্যার অপরাধ হইতে নির্দ্দোষী হইতে চাহে। সকল দোষ তোমাদের হিন্দুসিপাহীর ঘাড়ে ফেলিতেছে। আমাদের মুনি ঋষিরা কি মুসলমান অপেক্ষাও কম চালাক ছিলেন ? তাঁহারা কি আমাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন নাই ? তোমরাও বল যে, তোমরা ম্যাক্‌গবিন সাহেবের মেমের মস্তক মুণ্ডন এবং গঙ্গাস্নান করাইয়া বৈষ্ণবী করিবে বলিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলে। তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই।"

এই কথা শুনিয়া চার পাঁচ জন হিন্দুসিপাহী একেবারে বলিয়া উঠিল—দোহাই মহারাণীর—আমরা মেমদিগকে হত্যা করি নাই। আমরা পূর্ব্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তাহাদিগের মাথা মুড়াইয়া বৈষ্ণবী করিব।"

হিন্দুসিপাহীগণ এই কথা বলিবামাত্র কালেখাঁ অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল—"শালা হিন্দু কাফের! এখন বৈষ্ণবী করিবার কথা বলিয়া আপন আপন দোষ ছাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি কোরাণ হাতে করিয়া বলিতে পারি হাবিলদার গুরুবক্সই প্রথমে মেমদিগের হাত বান্ধিতে আরম্ভ করিয়া-

ছিল। গুরুবক্সের পূর্ব্বে কেহ একজন ইংরাজকেও স্পর্শ করে নাই। গুরুবক্সের দেখাদেখি সকলে ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়াছে।”

গুরুবক্স এই সময় সকলের পশ্চাতে বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছিল। সে কালেখাঁর কথা শুনিয়াই সকলের সম্মুখে আসিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিল—“আমি যে জন্য মেম এবং বালক বালিকাদিগের হাত বান্ধিয়াছিলাম তাহা তুই কি বুঝিতে পারিবি, তুই মুসলমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য। আমার ইচ্ছা ছিল বালক কয়েকটাকে আনিয়া মার দ্বারে নরবলি দিব। কিন্তু সাহেব এবং মেমদিগকে আগে না মারিলে কি এই বালকদিগকে হস্তগত করিবার সাধ্য হইত? তাই আমি সাহেব এবং মেমদিগকে প্রথমে হত্যা করিয়া পরে, বালকবালিকাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। এ দিকে তৎক্ষণাৎ তোদের শত শত মুসলমান এবং তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য হিন্দুসিপাহী সম্মুখে আসিয়া বালক বালিকা শুদ্ধ সাহেব ও মেমদিগকে কাটিতে আরম্ভ করিল। আমি দেখিয়া অবাক হইলাম। আমি মনে মনে আশা করিয়াছিলাম নরবলি দ্বারা এবার মা ভৈরবী দেবীরে পূজা করিব। ভৈরবীর আশীর্ব্বাদে যুদ্ধে জয়লাভ করিব।”

গুরুবক্সের এই কথা শুনিয়া রাণী লক্ষ্মীবাই এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণ একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীবাইর সঙ্গিনীদিগের মধ্যে গঙ্গাবাইও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গুরুবক্সের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুসংস্কার মানুষকে অতি ভয়ানক পশু প্রকৃতি প্রদান করে।

বস্তুতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঈদৃশ কুসংস্কারই ঝান্সীর ইংরাজ হত্যার একটী প্রধান কারণ ছিল। এইরূপ কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া গুরুবক্স ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত না হইলে, ঝান্সীতে এই প্রকার ভীষণ নরহত্যা কখনও অনুষ্ঠিত হইত না। গুরুবক্সের কথা শুনিয়া রাণী এখন এই নরহত্যার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি কিছুকাল নির্ব্বাক থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

“সৈন্যগণ আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, কিছুতেই আমি তোমাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না। তোমরা কখনও আমার হুকুমানুসারে কার্য্য করিবে না। প্রত্যেকেই তোমরা আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে চলিবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণ করিবে, প্রত্যেকেই দলপতি হইবার চেষ্টা

করিবে, হিন্দুসিপাহীগণ মুসলমানদিগের হিংসা করিবে, মুসলমানেরা হিন্দুকে ঘৃণা করিবে। তোমাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য থাকিবে না; সুতরাং ইংরাজসৈন্য ঝান্সী আক্রমণ করিলেই তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন প্রাণ রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিবে। তোমাদিগের কাহাকেও সম্মুখসংগ্রামে পরিচালন করিবার সাধ্য হইবে না।"

রাণী এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র সৈন্যগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"আমরা আপনার হুকুমানুসারে চলিব—ঝান্সীতে আর কখনও ফিরিঙ্গিকে প্রবেশ করিতে দিব না—আমরা মহারাণীর জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিব—জয় মহারাণীকা জয়।"

সৈন্যগণের ঈদৃশ চীৎকার নিবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই, রাণী এখন ক্রমেই অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"এ সকল মুখের আস্ফালন আমি শুনিতে চাই না। ঈদৃশ মুখের বীরদর্প আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ প্রকৃত সৈনিক পুরুষের প্রকৃতি লাভ করিয়াছে? তোমাদিগের মধ্যে কি কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও বীরত্ব আছে? কাহারও অন্তরে সৈনিক পুরুষের তেজ আছে? প্রকৃত যোদ্ধা মৃত্যুকে ভয় করে না, বিপদকে গ্রাহ্য করে না। সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তোমাদিগের মধ্যে কে এইপ্রকার নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাই আগে জানিতে চাই—"

রাণীর মুখ হইতে সতেজে এই কথা কয়টী বাহির হইবামাত্র সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—

"আমরা সকলেই ঝান্সীরক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিব—আমরা সকলেই মহারাণীর জন্য প্রাণবিসর্জ্জনকরিব—কে ফিরিঙ্গিকে ভয় করে?—কে ফিরিঙ্গিকে ভয় করে?"

"তোমরা ফিরিঙ্গিকে ভয় কর না? আমি এ অর্থশূন্য কথা শুনিতে চাই না। আমি এ বৃথা আস্ফালন শুনিতে চাই না।—কে বিশ্বাস করিবে যে, এ দেশীয় লোকের অন্তরে বীরত্বের চিহ্ন আছে? বীরত্ব এদেশ হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। এদেশের রাজগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপিশাচ—তাঁহাদিগের মন্ত্রিগণ চোর,—তাঁহাদিগের সৈন্যগণ কাপুরুষ—তাঁহাদিগের প্রজাবর্গ স্ত্রীলোক মাত্র। দেশ বীরশূন্য হইয়াছে—পুরুষশূন্য হইয়াছে। রে নরাধম কাপুরুষের দল—

মেয়েমানুষের দল—তোরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া এখনই নারীর বসন পরিধান কর।—এখনই হাতের অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর—নতুবা সিংহের ন্যায় দুর্জ্জয় ইংরেজসৈন্য সত্বরই এখানে আসিয়া তোদের প্রাণবিনাশ করিবে। আমি কি তোদের এই বৃথা আস্ফালন দেখিয়াই প্রতারিত হইব? আমি কি এই কাপুরুষদিগের রাণী হইয়া—মা হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিব? তোদের মধ্যে যদি কাহারও বীরত্ব থাকে, আমি তাঁহাকেই সন্তান বলিয়া আলিঙ্গন করিব—লক্ষ্মীবাই বীরের মাতা—কাপুরুষের মা নহেন।”

রাণীর ঈদৃশ উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য উপস্থিত সৈন্যদিগকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করিল। রাণীর নিজের হৃদয়ের বীরত্ব তাঁহার প্রত্যেক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে উদ্গীর্ণ হইয়া প্রত্যেক সিপাহীর অন্তরাত্মা প্লাবিত করিল। সিপাহীগণ হস্তস্থিত অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল—

“মা এখনই গদী গ্রহণপূর্ব্বক হুকুম কর—ইংরাজদিগকে সসৈন্যে আক্রমণ করিব।—দেশ ইংরাজশূন্য করিব।—মা তোমার জন্য নিশ্চয়ই এ প্রাণবিসর্জ্জন করিব। প্রাণপণে যুদ্ধ করিব।”

রাণী দেখিলেন যে তাঁহার বাক্য একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। এখন সৈন্যগণ বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছে। সুতরাং তিনি সৈন্যগণকে আর অধিক তিরস্কার করিলেন না। সস্নেহে তাহাদিগকে বলিলেন—

“তোমাদিগের যদি সত্য সত্যই সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত সৈনিকপুরুষের ন্যায় প্রতিজ্ঞা কর যে সর্ব্বদা সৈন্যাধ্যক্ষের বশীভূত হইয়া কার্য্যকরিবে—কখনও সেনাপতির আদেশ প্রতিপালনে ক্রটী করিবে না—স্বীয় স্বীয় প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালনে যত্ন করিবে—সৈনিকপুরুষের ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইবে না।”

রাণীর কথা সমাপ্ত হইবামাত্র সিপাহীগণ স্বীয় স্বীয় অসিকোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল—

“এই তরবারি হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—ঝান্সীর রাজ্যরক্ষার্থ মহারাণীর ইজ্জত এবং প্রাণরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিব। আত্মরক্ষার চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া মহারাণী লক্ষ্মীবাইর পদানুসরণ করিব।—

রাণী লক্ষ্মীবাই মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথানুসারে কটিদেশে তরবারি ধারণ করিয়া দরবারে উপস্থিত হইতেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে সেনা-

পতি পদে বরণকরিয়া প্রতিজ্ঞা করিবামাত্র তিনি স্বীয় কটিদেশস্থিত তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন,—"অদ্য ঝান্সীর সিংহাসন গ্রহণ করিলাম। আমার হস্তস্থিত তরবারি—আমার বল ও বুদ্ধি রাজ্যরক্ষার্থ এবং প্রকৃতিবর্গের ও সৈন্যগণের মঙ্গলার্থ নিয়োজিত হইবে।

"ঝান্সীর সিংহাসন গ্রহণ করিলাম" এই কথা কয়টী রাণীর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র সম্মুখস্থিত সিপাহীগণ প্রেমানন্দে মত্তহইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই একাত্ম হইয়া পড়িল; আর অবিশ্রান্ত কেবল "জয় মহারাণীকা জয়,জয় মা লক্ষ্মীবাইকা জয়"—এইরূপ জয় জয় ধ্বনি হইতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়।

মন্ত্রণা।

সৈন্যগণ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্গাভিমুখে গমন করিলে পর, রাণী স্বীয় সহচরীগণ সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঝান্সীর প্রজাবর্গ রাণী লক্ষ্মীবাইর সিংহাসনারোহণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিল। সকলেই নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাণী লক্ষ্মীবাইর পুনর্লব্ধ রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

রাণী আহারান্তে স্বপত্নী গঙ্গাবাইর সঙ্গে রাজ্যরক্ষণ এবং রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিবিধ পরামর্শ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। গঙ্গাবাইর প্রতি এখন ক্রমেই লক্ষ্মীবাইর শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীবাই গঙ্গাবাইকে কেবল কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন। গঙ্গাবাইর প্রকৃতিসিদ্ধ সরলতা এবং অকপট ব্যবহারই ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মীবাইর মন তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি গঙ্গাবাইর মুখে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া লক্ষ্মীবাই এখন তাঁহাকে সকল বিষয়ে আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। গঙ্গাবাই সুশিক্ষিতা এবং জ্ঞানবতী; তিনি নিজে অশিক্ষিতা এবং জ্ঞানহীনা—এইরূপ বিশ্বাস ক্রমেই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ঈদৃশ বিশ্বাসই গঙ্গাবাইর সম্মুখে তাঁহাকে আনত করিত। আহারান্তে দুইজনে একত্র হইবামাত্র গঙ্গাবাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তুমি যে তখন বলিলে,—দেশের রাজগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত পিশাচ; তাঁহাদিগের

মন্ত্রিগণ চোর, সৈন্যগণ কাপুরুষ; প্রজাগণ মেয়েমানুষ; কিন্তু দেশের মেয়েরা কি, তাহা ত কিছু বলিলে না।”

লক্ষ্মীবাই বলিলেন,—“এখন ঠাট্টা পরিহাসের সময় নহে। আমি বাবাকে এখানে আসিতে বলিয়া পাঠাইয়াছি। বোধ হয়, তিনি এখনই এখানে আসিবেন। রাজ্যশাসনার্থ যে কিছু উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এখন চিন্তা কর। দেশের মেয়েরা কি, সে বিষয় পরে বিচার হইবে।” এই বলিয়াই একটু থামিয়া আবার বলিলেন, দেশের মেয়েরা কি? শুনিবে—দেশের মেয়েমানুষগুলি তোমার ন্যায় প্রেমিকা,তাহারা কেবল প্রেমের কথাই বলিতে জানে —আর কেবল প্রেমের কথাই শুনিতে চাহে?”

গঙ্গাবাই আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“আমি তখন মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি হয় ত বলিয়া উঠিবে দেশের পুরুষেরা মেয়েমানুষ; আর মেয়েরাই পুরুষ; সৈন্যগণ তোমরা আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক তোমাদিগের গৃহিণীদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর। তাঁহারা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই এই ফিরিঙ্গিকে পরাজয় করিতে পারিবেন।”

লক্ষ্মীবাই সপত্নীর কথা শুনিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“আমি তখন কি বলিয়াছি, তাহা কিছুই আমার মনে নাই। তুমি আমার সকল কথাই কণ্ঠস্থ করিয়াছ?”

“তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ, তৎসমুদয়ই আমার বেশ স্মরণ আছে। আমি তোমার সমুদয় কথা এখন প্রথমহইতে শেষপর্য্যন্ত মুখস্থ বলিতে পারি।”

“বাবা! তোমার কি আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি। তখন কি আমার মুখ হইতে কোন অন্যায় কথা বাহির হইয়াছে?”

“তোমার মুখ হইতে একটীও অন্যায় কথা বাহির হয় নাই। এত লোকের সাক্ষাতে তুমি যে এইরূপ বলিতে পারিবে,তাহা আমি পূর্ব্বে মনেও করি নাই। রমণীকুলে তুমিই ধন্য! দেশের সমুদয় নারী তোমার সদৃশী হইলে পুরুষদিগের নিশ্চয়ই মেয়ে হইয়া ঘরকন্না করিতে হইবে; আর মেয়েরাই সর্ব্ব প্রকার বিষয়কার্য্য সম্পাদনকরিবে।”

“তবে এখন তুমিও ওসকল কথা ছাড়িয়া দিয়া,বিষয় কার্য্যের কথায় একবার মনোনিবেশ কর। ধন্যা রমণী হইতে চেষ্টা কর। আমি ভাবিতেছি এখন রাজ্যশাসনসম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিব। সৈন্যগণ চলিয়া গেলে পর,আহম্মদহোসেন গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে

আমি গৃহে প্রবেশ করিবার সময় সে কহিল "মা এখন শান্তি রক্ষার্থ কর্ম্মচারী এবং একজন দেওয়ান নিয়োগ না করিলে চলিবে না।' আমি তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম যে, দেওয়ান হইবার আশা তাহার মনে মনে আছে।"

গঙ্গাবাই বলিলেন,—"আহম্মদহোসেনকে এখন কোন নূতন পদে নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। দেশের শান্তিরক্ষার্থ ইংরাজদিগের নিয়োজিত যে সকল দেশীয়কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের উপরই শান্তিরক্ষার ভারার্পণ কর। ইংরাজদিগের সংস্থাপিত শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন কিম্বা তাঁহাদিগের নিয়োজিত কর্ম্মচারীদিগকে এখন বরখাস্ত করিলে, ইংরাজেরা নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, তুমিই রাজ্যলোভে সিপাহীদিগকে ঈদৃশ নরহত্যা করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছ। তুমি এখন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কিম্বা তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সিপাহীদিগকে উৎসাহপ্রদান কর নাই। ঝান্সী ইংরাজ-শূন্য হইয়াছে বলিয়াই এখন তোমাকে বাধ্য হইয়া, এই বর্ত্তমান অরাজকতা নিবারণার্থ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদি ইংরাজেরা সত্য সত্যই এবার দেশ-বহিষ্কৃত হয়েন, যদি তাঁহাদিগকে এদেশ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে তোমার রাজ্য তোমারই হইবে। আর যদি এই বিদ্রোহীদিগকে পরাভব করিয়া ইংরাজেরা আবার এদেশে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন, তবে তখন অবস্থানুসারে না হয়, তাঁহাদিগের রাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে। বৃথা তাঁহাদিগের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া কিছু লাভ নাই।

সপত্নীর বাক্যাবসানে লক্ষীবাই বলিতে লাগিলেন,—তোমার এই পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অনর্থক ইংরাজদিগের সঙ্গে আমার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি ঝান্সীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শান্তিরক্ষক এবং বিচারকদিগকে প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপন আপন পদোচিত কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে লিখিব। কিন্তু ইংরাজদিগকে বোধ হয়, তুমি এখনও চিনিতে পার নাই। ইহাদিগের ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত এবং স্বার্থপর-জাতি ভূমণ্ডলে আর কোথাও নাই। আমি যখন রাজ্যভারগ্রহণ করিয়াছি,তখন ইহারা নিশ্চয়ই মনে করিবে যে, আমার আদেশানুসারেই সিপাহীগণ এই নরহত্যা করিয়াছে। সুতরাং যদি এদেশ হইতে ইহারা তাড়িত না হয়,তবে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। এইরূপ অবস্থায় ইহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিলেও যুদ্ধের আয়োজন হইতে আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিব না।"

যুদ্ধের আয়োজন অবশ্য করিবে। যুদ্ধের আয়োজন হইতে আমি তোমাকে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করি না। ইংরাজ যে কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা কি আর আমি জানি না। তাহারা বিপদে পড়িলে শরণাগত হয়; কিন্তু আবার সময় পাইলেই উপকারীর শিরশ্ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমি কেবল তোমাকে দুইদিক্ বজায় রাখিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই যুদ্ধোপলক্ষে ইংরাজদিগের এদেশ হইতে একেবারে তাড়িত হইবার বড় সম্ভব দেখি না। সিপাহীগণ অত্যন্ত হীনবুদ্ধি, তাই তাহারা মনে করে যে, ইংরাজ-দিগকে দেশবহিস্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। তবে এই বিদ্রোহ উপলক্ষে ইংরাজদিগের একাধিপত্য এবং ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। ইহাদিগের একাধিপত্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, ইহারা নূতন সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক ঝান্সীর রাজ্য হয়ত তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারে।”

“ইংরাজদিগকে যে, সহজে কেহ এই দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিবেন না তাহা আমিও বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। যুদ্ধে হয়ত তাহারা নিশ্চয়ই আমা-দিগকে পরাভব করিবে। আর তুমি যে কথা বলিয়াছ, তাহাও বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজদিগের একাধিপত্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে তাহারা হয়ত ঝান্সী আমাকে পূর্ব্ব-সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজদিগের সঙ্গে তদ্রূপ মিত্রতা স্থাপন করিয়া ঝান্সীর রাজত্ব গ্রহণ করিতে আমার কখনও ইচ্ছা হয় না। যদি রাজত্বই করিতে হয়, যদি রাজ্যভারই গ্রহণ করিতে হয়, তবে ইংরাজদিগের সঙ্গে একেবারে সংশ্রব শূন্য হইতে না পারিলে, এ রাজ্যগ্রহণ বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে।”

গঙ্গাবাই সপত্নীর কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, “বাবা! তোমার যে, অত্যন্ত উচ্চ আশা। তুমি একেবারে স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপন করিবার বাসনা কর? তোমার ঈদৃশ উচ্চ আশা ইংরাজেরা একেবারে দেশ হইতে তাড়িত না হইলে কখনও পূর্ণ হইবে না। ঝান্সী ত পূর্ব্বেও এইরূপ স্বাধীন রাজ্য ছিল না। ঝান্সী অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। হোলকার, সিন্ধিয়া, গুইকুমার, নিজাম, কেহই ত স্বাধীন নহেন। ইহারা সকলেই ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। সকলেই ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করিতেছেন।

“ইহারা সকলেই যে, ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন, তাহা কি আর আমি জানি না? কিন্তু সিন্ধিয়া, হোলকার, গুইকুমার, ইহাদিগের

কাহারও কি আপন আপন রাজ্যমধ্যে আপন ইচ্ছানুযায়ী কিছু করিবার সাধ্য আছে। ইংরাজ রেসিডেন্টই ইহাদিগের রাজ্যের প্রকৃত রাজা। ইহাদিগের প্রত্যেককেই রেসিডেন্ট কিম্বা পলিটীক্যাল এজেন্টের গোলাম হইয়া আপন আপন রাজ্যে বাস করিতে হয়। ইহারা প্রত্যেকেই নামমাত্র রাজা। এইরূপ রাজত্ব করা বিড়ম্বনা বই কি? আমার কখনও এইরূপ রাজত্ব করিবার ইচ্ছা নাই। নামে রাজা,—কাজে গোলাম। প্রত্যেকে বিষয়ে রেসিডেন্টের মতানুসারে কাজ করিতে হইবে। দেশের রাজা হইয়া কি লোক এইরূপ অবস্থায় থাকিতে পারে? মহারাজের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভালই করিয়াছে। আমি একমাসও ঝান্সীতে রাজত্ব করিতে পারিতাম না। ইংরেজ রেসিডেন্টের অধীনতা আমার অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিত; রেসিডেন্টের সঙ্গে সর্ব্বদাই বিবাদ উপস্থিত হইত; অবশেষে হয় ত ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্য হারাইতাম।”

“তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পায়। তুমি বলিতেছ যে, ইংরেজ রেসিডেন্টের অধীনতা তোমার অসহ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু তোমার প্রাণেশ্বর মহারাজ সে অধীনতা কিরূপে সহ্য করিতেন? স্বামীর তদ্রূপ অধীনতা এবং নীচতা স্বীকার তখন তোমার অসহনীয় হইয়া উঠিত না? পলিটীক্যাল এজেন্ট ইলিস (Mr. Ellis) সাহেবের ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন।”

“আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি,মহারাজের তদ্রূপ নীচতা স্বীকার, সময় সময় আমার অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিত। কিন্তু এই বিষয়ে আমি মহারাজকে কিছু কহিলেই তিনি আমার উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিতেন। তিনি বলিতেন, “স্ত্রীলোকের আবার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন কি? স্ত্রীলোক গহনা পরিবে—ভাল বেশভুষা করিবে—এই তাঁহাদিগের কাজ।”

“তবে এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার প্রাণেশ্বর কেবল গহনা পরাইবার এবং বেশভুষা করাইবার জন্য তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনে তোমাকে দখল দিতেন না।”

“তুমি আবার সেই রূপ ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলে? এখন ও সব ছাড়িয়া দেও।”

“আমি তোমাকে ঠাট্টা করি না। তোমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হয়।”

“আমার কি দুরবস্থা?”

"দুরবস্থা নহে? এমনই বুদ্ধিমানের হাতে পড়িয়াছিলে যে, তুমি কত দূর মহানুভবা—কতদূর বিচক্ষণা তাহা তাঁহার বুঝিবারও সাধ্য ছিল না।"

"তার আর কি করা যায়। স্বামী বুদ্ধিমান হউন, নির্ব্বোধ হউন, ভাল হউন আর মন্দই হউন তাঁহাকে পরমগুরু পরমদেবতা বলিয়া অবশ্যই মান্য করিতে হইবে।"

লক্ষ্মীবাইর এই কথা শুনিয়া গঙ্গাবাই আর কিছু না বলিয়া সপত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"দেশ প্রচলিত শিক্ষা এবং বদ্ধমূল সংস্কার মানবাত্মাকে সর্ব্বদাই চিরান্ধ করে। কিন্তু এদেশের রমণীদিগের ঈদৃশ ভ্রমাত্মক সংস্কার না থাকিলে, তাঁহাদিগের জীবন আমার ন্যায় অসহনীয় হইয়া উঠিত।"

লক্ষ্মীবাই বলিলেন—"নিস্তব্ধ হইয়া যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলে? কি ভাবিতেছ?"

"না আর ভাবিবার কি আছে! তোমার পতিভক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম।"

"পতিভক্তি কি দোষের কথা হইল নাকি?"

"না—দোষের কথা বলিয়া আমি কিছু মনে করি নাই।"

"না—তুমি মনে মনে অবশ্য একটা কিছু চিন্তা করিতেছিলে। কি ভাবিতেছিলে বল না।"

"যে বিষয় আমি ভাবিতেছিলাম, তাহা তোমার নিকট বলিবার প্রয়োজন নাই। সে বিষয় তুমি কখনও কিছু বুঝিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তোমার মনে যে বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে সে সংস্কার দূর না হইলে তোমার সে সকল কথা বুঝিবার সাধ্য হইবে না।"

লক্ষ্মীবাই হাস্য করিয়া বলিলেন—"ও! তোমার সেই প্রেমের কথা! সেই প্রেম-বিজ্ঞান (Science of love) না, না—প্রেম দর্শন। (Philosophy of love) আচ্ছা সে প্রেমের কথা এখন শুনিতে চাই না। এখন এদিকের সমুদয় বন্দোবস্ত না হইলে আর আমার মনে প্রেমোদয় হইবে না। এদিকের সমুদয় ঠিক্ হইলে পর অবকাশ মতে তোমার প্রেমের কথাটা একদিন শুনিব। খুব মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিব। দেখি বুড় বয়সে একবার তোমার ন্যায় প্রেমিকা হইতে পারি কি না। কিন্তু আজ কাল যুদ্ধের আয়োজন এবং রাজ্য রক্ষার কথা ভিন্ন অন্য কিছুই আমার মনে স্থান পাইবে না। এখন সংগ্রাম বিজ্ঞানের কোন কথা তোমার পাঁজি পুঁথির মধ্যে থাকিলে তাই বল।"

লক্ষ্মীবাইর এই কথা শেষ হইবামাত্র তাঁহার পিতা প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"মা সুবেদার শিবদয়ালপাঁড়ে এবং আর কয়েকটী প্রধান প্রধান সৈনিকপুরুষ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাজ্য রক্ষার্থ যুদ্ধের যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা তোমার হুকুমের প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

লক্ষ্মীবাই তৎক্ষণাৎ দেওয়ানখানায় যাইয়া শিবদয়ালপাঁড়ে প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন—

"মহারাজের মৃত্যুর পর ইংরাজেরা আমাদের সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র হস্তগত করিতে উদ্যত হইলে, আমি গোপনে পাঁচটী পুরাতন কামান অন্তঃপুরের পশ্চাদ্দিকের উদ্যানে মৃত্তিকার নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। * তোমরা লোক আনাইয়া এখনই সেই সকল কামান উঠাইয়া দুর্গের মধ্যে লওয়াইবার চেষ্টা কর। আমি স্বয়ং অপরাহ্নে দুর্গে যাইয়া যে স্থানে যে কামান রাখিতে হইবে, তাহা ঠিক্ করিব। আর অবিলম্বে অস্ত্র শস্ত্রসহ একদল সৈন্য ইংরাজদিগের ঝান্সী আসিবার পথ অবরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকল সৈন্যদিগকে বলিবে যে, ঝান্সী হইতে যে রাস্তা কানপুরাভিমুখে গিয়াছে, সেই রাস্তার সঙ্গে আবার আগ্রার রাস্তা যেস্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, ঠিক্ সেই স্থানে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবির সন্নিবেশন করিতে হইবে। ইংরেজ সৈন্য হয় আগ্রা হইতে, না হয় কানপুর হইতে এদিকে আসিতে পারে। সুতরাং আগ্রা এবং কানপুরের রাস্তার সম্মিলন স্থানে সৈন্য রাখিলে দুইদিকের পথই অবরোধ করিতে পারিবে। এই সকল সৈন্যের পশ্চাতে আবার দ্বিতীয় একদল সৈন্য রাখিবে। ঝান্সীর প্রান্তপ্রদেশে ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে।"

সুবেদার শিবদয়ালপাঁড়ে বলিলেন—"মা আমি ঠিক এইরূপ বন্দোবস্ত করিব বলিয়াই মনে মনে স্থির করিয়াছি। ঝান্সী হইতে কাল্পী পর্য্যন্ত এক সোজা রাস্তা গিয়াছে। কাল্পীর নিকটবর্ত্তী স্থানেই আগ্রা হইতে এক রাস্তা এবং কানপুর হইতে দ্বিতীয়রাস্তা আসিয়া ঝান্সীর রাস্তার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। সুতরাং কাল্পীতে সৈন্য রাখিলে ইংরেজসৈন্যের পথ সহজেই অবরুদ্ধ হইবে। বিশেষতঃ কাল্পীতে একটা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের উপর আমাদিগের

* গঙ্গাধররাওর মৃত্যুর পর সত্য সত্যই রাণী লক্ষ্মীবাই কামান লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

সৈন্য রাখিলে ইংরেজদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। দ্বিতীয় একদল সৈন্য ঝান্সীর দক্ষিণে কুঞ্চে রাখিবার বন্দোবস্ত করিব।”

উপরোক্ত কথাবার্ত্তার পর, শিবদয়ালপাঁড়ে প্রভৃতি সৈনিকপুরুষগণ চলিয়া গেলে, লক্ষীবাই ঝান্সীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শান্তিরক্ষক এবং বিচারকদিগের নিকট পরওয়ানা প্রেরণের আদেশ করিলেন। গঙ্গাবাই যেরূপ পরওয়ানা প্রচারার্থ উপদেশ দিয়াছেন, ঠিক সেই মর্ম্মেই পরওয়ানা লিখিত হইল। ইংরেজদিগের সংস্থাপিত শাসন প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদিগের নিয়োজিত কর্ম্মচারিদিগকে শান্তি রক্ষার্থ আদেশ প্রেরণ করিলেন। রাণী যে, স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পরওয়ানায় লিখিত হইল।

এই পরওয়ানা ঝান্সীর প্রান্তভাগের একজন তহশিলদারের নিকট পৌছিবা মাত্র তিনি নওগাও কাপ্তান স্কটের নিকট লিখিলেন ঝান্সীর রাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঝান্সীতে বিদ্রোহীগণ সমুদয় ইংরাজের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। কাপ্তান স্কট গবর্ণরজেনেরলের নিকট লিখিলেন ঝান্সী একেবারে ইংরাজ শূন্য হইয়াছে।

কিন্তু এই সময় দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজদিগের আর ঝান্সী পুনরুদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরণের সাধ্য হইল না। সুতরাং ১৮৫৭ সালের জুনমাস হইতে ১৮৫৮ সালের মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত রাণী নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই কয়েক মাস রাণী লক্ষীবাই স্বয়ং প্রাতে এবং অপরাহ্নে দুর্গে যাইয়া অস্ত্র শস্ত্র স্থাপন এবং সৈন্যসন্নিবেশন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাণী রাজ্যরক্ষার্থ যে সকল রণকৌশল অবলম্বন করিলেন, তাহা এখানে উল্লেখকরিবার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলেই পাঠকগণ তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন। আমরা এখন রাণীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বর্ত্তমান বিদ্রোহোপলক্ষে স্থানান্তরে যাহা যাহা ঘটিতেছে তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।